S.E.C.P. : 04 : BLOCK - 02

DEVELOPMENTS IN THE EDUCATION OF DISABLED CHILDREN

অক্ষম শিশুদের শিক্ষার বিকাশ

পর্ব—২ ঃ অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষায় অগ্রগতি (Developments in the Education of Disabled Children)

ভূমিকা : অক্ষম শিশুদের শিক্ষা বিশেষ শিক্ষা নামে অভিহিত। সংজ্ঞা স্বরূপ বলা যেতে পারে সাধারণ স্বাভাবিক ধরনের অপেক্ষা আলাদা ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই পর্যায়ে অক্ষম শিশুদের শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ শিক্ষার বিকাশের ইতিহাস উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE, 1986) অক্ষম শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি ঠিকমত আলোক সম্পাত করে। একে রূপায়িত করার জন্য Programme of Section সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করে। অল্প মাত্রায় অক্ষম শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বয়ী শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resource Development) কর্তৃক এটা রচিত এবং SCERT (State Council of Education Resarch and Training) এবং রাজ্যস্তরে (Non Governmental Organisation) এটি কার্যকরী হয়।

অতিরিক্ত মাত্রার অক্ষম শিশুদের জন্য Ministery at Social Justice and Empowerment দ্বারা স্থাপিত হয় বিশেষ বিদ্যালয়। এটি NGO দের মাধ্যমে রাজ্যসরকার মারফৎ কার্যকরী হয়। এর সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে সমস্ত শারিরীক ও মানসিক অক্ষম শিশুদের মঙ্গল বিধানের জন্য তাদের সর্বপ্রকার সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধানকল্পে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শীর্ষপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Institute/Apex level Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রকারভেদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন প্রকার।

একক ১ ❑ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (Historical Perspectives and Constitutional obligation Regarding Education of the Disabled.)

গঠন বিন্যাস :

১.১ ভূমিকা ÷ বিশেষ শিক্ষা

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ

১.৩.১ পৃথিবীর প্রাচীন পটভূমি

১.৩.২ মধ্যযুগের ভারতে উন্নতি সাধন

১.৩.৩ বর্তমান ভারতের ক্রমোন্নতি

১.৩.৪ ভারতীয় দৃশ্যপট।

১.৪ এককের সারাংশ

১.৫ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৬ বাড়ীর কাজ

১.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.৮ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

জীবনে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যভাবে বলা যায় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োগে নিপুণতা অর্জন। শিক্ষা সাধারণত সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য মূলস্রোতের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষকে যুক্ত করে। কিন্তু আমাদের সমাজে একক কিছু ব্যক্তি আছে যারা তাদের কিছু অসুবিধার জন্য উন্নতির ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পায় না। তাদের বোধ, জ্ঞান এবং শারিরীক ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বিশেষ প্রতিভার সমস্যা। এই ব্যক্তিদের টিকে থাকার জন্য ও মূল স্রোতের অগ্রগতির অবদানের জন্যও তাদের বিশেষ য- নেওয়া ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এদের শিক্ষাকে বিশেষ শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রটি গড় স্বাভাবিক ব্যক্তি অপেক্ষা যারা আলাদা তাদের বিষয়টি য- নিয়ে আলোচনা করে।

এই পর্বে অতীতে এর উদ্ভব, পরবর্তী পার্থিব পরিবর্তনের সঙ্গে, অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের বর্তমান অবস্থায় এর প্রসার নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ (Objections)

বিশেষ শিক্ষার বিকাশের ইতিহাসের আলোচনা আপনাকে সমর্থ করবে।

- বিশেষ শিক্ষার অর্থ উপলব্ধি করতে।
- বিশেষ শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা গঠন ও পোষণ করতে।
- বিশেষ শিক্ষার প্রসঙ্গে কিছু বিধিবদ্ধ উপায় নির্ণয় করে তার সাহায্যে কিছু নূতন ধারণা এবং বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল বা প্রযুক্তি করতে।

১.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (Historical Perspectives and Constitutional Obligation.)

বাস্তবিকপক্ষে উন্নতি বা অগ্রগতি হল ধীরে বিকশিত একটি চারাগাছ। ঠিক সেরকমই বিশেষ শিক্ষার চারাগাছটিও মানুষের আগ্রহ, মনোভাব এবং আচরণের দীর্ঘকাল ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে লালিত হয়েছে যা বিভিন্ন অক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির শিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয়, সুগম এবং সুবিধাজনক করে তুলেছে।

শুরুতে অক্ষম শিশুরা পিতামাতার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা লালিত পালিত হতো এবং পিতামাতাকে তাদের অক্ষমতার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হতো। আর এ সমস্তই হতো প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিন্তু বাইরের অসুবিধার জন্য কিংবা পিতামাতার সহজাত প্রবৃত্তির অভাবে তারা পরিত্যক্ত হতে লাগলো। যারা টিকেছিল তারা অনিশ্চিত পরিবেশের পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুগ 'Instinctive Darwinism' নামে পরিচিত। একালে মানুষের মনোভাবের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে এবং তারা অসমর্থতাকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলে গণ্য করে। এ ধারণা 'Sin Theory' এর উপর প্রতিষ্ঠিত, এর ফলে সমাজ থেকে অক্ষমদের বিতারিত করল। এটা ছিল Social Darwinism' পর্যায়।

বিশেষ শিক্ষার আধুনিক যুগের উদ্ভব Educational Darwinism হতে। যার অর্থ হল অসমর্থদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে Social Darwinism-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। কিন্তু তাদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানুষের মনোভাব ছিল সহজ সরল এবং সহানুভূতিপূর্ণ। অর্থাৎ বিষয়টি ছিল এরূপ—"এস যদি পার (come if the person can), পারলে মোকাবিলা করতে চেষ্টা কর (try to cope if he/she can), যদি পার শিখতে চেষ্টা কর (attempt for learning if they can).

সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে পরিষ্কার আলো থাকে। সেইজন্য এই যুগে মানবতার এবং উদার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক য- ও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। আইন সম্মত ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার আশ্রয়স্থল, প্রশিক্ষণের কেন্দ্র, হাসপাতাল, এবং অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনের উপর বিশেষ বিস্তারিতভাবে চিন্তা করা হয় এবং গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত অক্ষমতা বেশী প্রকট তার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী এবং অ-প্রতিবন্ধী এই দুই মেরুতে বিভাজন করা হয়। প্রতিবন্ধীদের স্বতন্ত্র বিশিষ্ট শ্রেণী বলে ভাবা হয়। এটি সমন্বয়ী বিশেষ শিক্ষার উদ্যোগের ক্ষেত্রে

সহায়ক হয়। অধিকন্তু অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে এবং তাদেরকে জনগণের সঙ্গে মূলস্রোতে আনার জন্য যে গভীর মমত্ববোধ মানুষের মধ্যে এসেছিল তা অক্ষমদের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে প্রেরণা দেয়।

১.৩.১ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপট (The ancient and Medieval world scenario) :

অসমর্থদের প্রতি সদর্থক মনোভাবের উল্লেখ প্রাচীনকালে পাওয়া যায়। ক্ষীরস্‌এ খৃঃ পূঃ ১৯৫২ অব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এটা মানসিক অক্ষমদের ব্যবস্থাপনা না হলেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তোলার সূচনা বলে একে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটাই অক্ষমদের জন্য শিক্ষার পথ প্রস্তুত করে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও অক্ষমদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটেনি। দ্বাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে রাজা দ্বিতীয় হেনরী আইন প্রণয়ন করে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের আলাদা করেন। কিন্তু তাদের উভয়কেই হাসপাতালে রাখা হত। ১৩৩০ সালে রাজা তৃতীয় এডওর্য়াড বেথেলহেমে হাসপাতালকে আশ্রয় ও চিত্তবিনোদনের স্থলে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অক্ষমদের মঙ্গলের জন্য কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপের স্বাক্ষর পাওয়া যায় নি। এই শতাব্দীর শেষভাগে আশার আলো দেখা যায় যখন পোপ প্রথম গ্রেগরী ঈশ্বরের বিধান বা ডিগ্রি জারী করলেন। এই ডিগ্রিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খঞ্জ, পঙ্গু লোকেদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাহায্য করতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চ ক্ষমতায় আসে এবং অক্ষম ব্যক্তিদের আশ্রয়, য- ও প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। তবে এখন পর্যন্ত অক্ষমদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অগ্রগতি অতিশয় মন্থর এবং ভালমন্দ মেশানো।

১.৩.২ আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপট (Mordern World Scenario)

ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রকাশ পায় প্রকৃত এবং সুপরিকল্পিত বিশেষ শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হতে। ফ্রান্সে এটি প্রথম আরম্ভ হয় যেখানে, Jean Marc Gaspard Itard (১৭৭৪—১৮৩৮) প্রথম ব্যক্তি যিনি মানসিক অক্ষম শিশুদের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ দিতে সচেষ্ট হন এবং Paris শহরের কাছে Aveyorn-এর এক উদ্ভট খাপছাড়া বন্য ছেলে কুড়িয়ে আনেন। তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি আংশিকভাবে সফল হন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত করেন পেশী, স্নায়ু ও চিন্তামূলক কিছু শারিরীক ক্রিয়া প্রশিক্ষণের কর্মসূচী। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের, তাদের আচরণের ব্যবস্থাপনা ও তৎকালীন সময়ের কার্যাবলীর উপর শিক্ষার গুরুত্ব দেন। এটাই কার্যত আজকের বিশেষ শিক্ষা। Itard 'Idiocy and its treatment by physiological methods' নামে একটি বই ১৮৬৬ সালে লেখেন এবং এটাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাদানের মৌলিক উৎস। Itard-এর পর তাঁর ছাত্র Seguin Madam Montessori-এর সহযোগে শিক্ষাদানের আলোক বর্ত্তিকা জ্বালিয়ে রাখেন এবং অনেক বিশেষ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। Seguine চরম মাত্রার (অত্যধিক) মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দিতে জোর দেন কিন্তু Montessori প্রধানত মানসিক অক্ষম ছাড়া অন্যান্য অক্ষম শিশুদের শিক্ষাদানেরও চেষ্টা করেন। তিনি লেখা, পড়া, অঙ্ক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের উপর শিক্ষাদানের জন্য কাজ করেন।

বস্তুত বিশেষ শিক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ও নীতির পূর্বশর্ত হল জনসাধারণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা

(Compulsory mass education)। এটা উৎসাহের সঙ্গে উপলব্ধি করে প্রথম ফ্রান্স এবং তারপরই ইউরোপের দেশসমূহ যেমন ব্রিটেন, জার্মানী এমনকি আমেরিকাও। সেই জন্যই ফ্রান্সকে বিশেষ শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়। জয়ের তালিকায় বৃটেনেরও নিদর্শন আছে। ১৮৩৮ সালে অন্ধদের পড়ানো শেখাতে London society প্রথমে London-এ এবং পরে বার্মিংহাম-এ বিদ্যালয় স্থাপন করে। যেহেতু ঊনবিংশ শতকের বেশীর ভাগ সময়ে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক হাসপাতাল বা উম্মাদ আশ্রমে রাখা হত। ১৮৪৭ সালে Part House, High gate এ Asylum for Idiots নামে মানসিক অক্ষমদের জন্য প্রথম পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ হয়। Hogan Guggenbuhl (১৮১৬-৬৩) ইতিমধ্যে মানসিক অক্ষম শিশুদের সর্বাঙ্গীন পরিচর্যার জন্য প্রথম আবাসিক বিদ্যালয় ১৮৪১ সালে সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করেন।

জনগনের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনে বিলম্বিত হয়। ১৮৭০ সালে Forster জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য Education Act আনেন। এই Act, Forster Act নামেও পরিচিত। এই Act-এ সাধারণ মানুষদের শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮০ সালের Education Act-এ এর পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থায় যোগদান বাধ্যতামূলক হয়নি বলেই এটা সফল হয় নি। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদান ব্যাপারে অনেক সময় নিয়েছিল। এর সাফল্যের পশ্চাতে ছিল বিশ্বযুদ্ধের ফলে মন্দা বাজারের জন্য শিশু শ্রমিক বাজারের পতন। কিন্তু অধিক সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আসার ফলে সমস্যার সমাধান অপেক্ষা সমস্যা বাড়তে লাগল।

দরিদ্র, অপুষ্টি সম্পন্ন, অসুস্থ অক্ষমদের শিক্ষা দিতে ভয়ঙ্কর অসুবিধা দেখা দিল। বাস্তবে কখনও শিক্ষকগণ স্বাভাবিক ও অক্ষম শিশুদের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে রূঢ়, গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক হচ্ছিল। যেহেতু সরকারী অনুদানের বেশীর ভাগ অংশ প্রতি শিশুর সম্পাদিত কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল তাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যার দিকে ভালভাবে নজর দিতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮০-এর দশকে Neuro physiologists সহ চিন্তামূলক আন্দোলনের উদ্ভব হয়—কিভাবে শিশু এবং বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তদের (adolescents) অত্যধিক কাজের চাপ মস্তিষ্কের ক্ষতি করে।

যে সমস্ত শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা অর্দ্ধভূক্ত তারা অতি সহজে এই ক্ষতির স্বীকার হয়। এদের জন্য বিশেষ যত্ন-র প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঐ সময়ে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অন্ধ এবং বধিরদের শিক্ষার জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রের সাহায্যের দাবি করে। যদিও ১৮৮০ দশকে অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ শ্রেণীর কাজ আরম্ভ করে তবুও সরকারী অনুদান অস্পষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল সরকার অত্যধিক চাপের ফলে কিছু অনুকূল ব্যবস্থা নেয়। অবশেষে ১৮৮৫-৮৬ তে সরকার Lord Egerton-এর সভাপতিত্বে Royal commission গঠন করে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে ঃ

- U.K.-তে অন্ধদের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট।
- অন্ধদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি।
- এই উদ্দেশ্যে এলিমেন্টারী টেকনিক্যাল, প্রফেশনাল এবং বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
- অন্ধদের জন্য যোগ্য কাজের সুযোগ।
- কাজে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন অন্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে শিক্ষার উপায়।

● মূক ও বধিরদের জন্য একই প্রজেক্ট।

১৮৮৯ সালে Egerton commission রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশন ৫-১৬ বছরের অন্ধ শিশুদের এবং ৭-১৭ বছরের বধির শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে Braille পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করা হয়।

যদিও কেউ কেউ উন্নত (Raised) Roman অক্ষরকেও পছন্দ করে। অনুরূপভাবে sign, moral এবং oral পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে সুপারিশ করা হয়।

এ সত্ত্বেও মানসিক অক্ষমদের নিয়ে সমস্যা থেকে যায়। তাদের জন্য Dorothea Dir, Samuel Howe এবং Horvy Wilbar ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে আমেরিকায় অনেক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টা ১৯৮৭ সালে AAMD গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্রিটেনে অক্ষমতার প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার অসুবিধা থেকে যায়। অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন শারিরীক চিহ্ন যেমন সংজ্ঞাহীনতা, শূন্যভাবে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা এবং অতিমাত্রায় মস্তিষ্কের আকার মানসিক অক্ষমদের নিদর্শন। ফলত কমিশন তিন শ্রেণীতে মানসিক অক্ষম শিশুদের ভাগ করেন ldiots, Imbeciles এবং Feeble minded।

Idiots, Imbeciles এবং Feeble minded। তাঁরা বলেন Imbecile এবং Feeble minded দের শেখানো যেতে পারে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিদ্যালয়ের দ্বারা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

১৮৯১-১৯০০-এর দশকে Egerton Commission বিশেষ শিক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন সম্পর্কে চিন্তা করে। এই সময়টা ছিল পৃথিবীতে সামাজিক পরিবর্তনের। গ্রাম থেকে পর্যন্ত সমাজের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের আচরণ বিধি আলোচনার ক্ষেত্রে Darwin এর survival of the fitttest theory (১৮৫৯) বেশী ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল শ্রমিক শ্রেণী হতে দুর্বল শ্রেণী বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। লোকেদের মনে ধারণা জন্মাল, যারা হীনবুদ্ধি এবং অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তারা উপযুক্তদের অপেক্ষা সমাজ বেশী লোকের জন্ম দিয়ে বুদ্ধির অবনতি ঘটাবে এবং সাধারণ মানুষই সমাজে থাকবে। এর ফলে Eugenics society গড়ে ওঠে এবং মানবজাতির অবনয়ন রোধ করার উপায় খুঁজতে থাকে।

সাধারণ জনসাধারণের চাপ অনুভব করে এবং অক্ষমদের উন্নতির ক্ষেত্রে জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আইনে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অন্ধ ও বধির শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে বলা হয় এবং অতিরিক্ত কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। যাইহোক Eugenies society-এর ঘোষণা পত্রের প্রভাব ১৮৯৯ সালের Elementary Education Act-এর উপর যথেষ্ট ছিল। এই Act-এ কর্তৃপক্ষদের অক্ষম (defective ও Epileptic) শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করার ক্ষমতা দেয়। ১৬ বছর পর্যন্ত সমস্ত অক্ষমরা বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে, যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে তাদের জন্যে। এবং তাদের সম্পূর্ণ তত্ত্বধানের ব্যবস্থাও।

আগে মানসিক অক্ষমদের জন্য ভালভাবে চিন্তা করা হয়নি। ১৮৯৯ সালেই তাদের জন্য প্রথমে আইন প্রণয়ন হয় এবং বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে মানসিক অক্ষমদের জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। Royal commission অনেক তথ্য সংগ্রহের পর ১৯০৮ সালে সুপারিশ করে।

● মানসিক অক্ষমরা সমাজের অশুভ শক্তির হাত থেকে এবং জীবনযুদ্ধে তারা যে ঠিক যোগ্য নয় তার জন্যেও সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করে।

- সামাজিক দোষারোপ থাকবে না। এর জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন।
- সমস্ত মানসিক অক্ষম সঠিকভাবে নিরূপণ করে তাদের সাধারণের পরিষেবার সংস্পর্শে আনয়ন।
- ব্যক্তির জন্য শক্তিশালী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাজ করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে আইনজ্ঞ, চিকিৎসক এবং অন্ততপক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। ইতিমধ্যে বিশেষ শিক্ষার উন্নতির কথা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। Ovide Decroly বেলজিয়ামে মানসিক অক্ষম (Mental retardation) শিশুদের জন্যে একটি কার্যকরী পাঠক্রম উদ্ভাবন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ইউরোপে আদর্শ বিদ্যালয় বলে স্বীকৃত হয়। ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের Alfred Binet এবং Simon-এর Intellignce test বা বুদ্ধি পরিমাপ করে আমূল পরিবর্তন আনেন। ১৯০৭ সালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের খাওয়া ব্যাপারে ব্যয় করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ Royal Commission Mental Deficiency Bill (MBD) পাশ করে অক্ষমদের সারাজীবন বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা স্বীকার করে এবং আইন বা ডিগ্রি জারি করে যে, সহানুভূতিশীল অভিভাবক এবং অনুকূল পরিবেশ স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজন Mental Deficiency committee গঠন করে তাদের উপর অক্ষমদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে এবং তাদের জন্য যোগ্য বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উর্দ্ধতন কর্মচারী নিয়োগ করে সমাজে লোকেদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১৩ তে London country council Education committees Cyri Burt নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক নিয়োগ করে যাঁর কাজ ছিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে এবং তারপরে প্রায় ১০ বছর ধরে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৯২৩ সালে Newman একটা বিশেষত কমিটি গঠন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কাজের মধ্যে ভিন্নতা মাত্রা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এই কমিটি ৬টি অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে ৩৩০০ বিভিন্ন প্রকারের অক্ষমতা লক্ষ্য করে।

এরপরে এই কমিটি বিস্তারিত ভাবে মানসিক ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করে। পরিণামে তাদের বাস্তব সুপারিশ সমূহ পরিবর্তন পূর্ণ। বাস্তবিকপক্ষে, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ ৭০-এর নীচে I-Q বিশিষ্ট শিশুদের পৃথকভাবে বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য কিংবা তাদের স্থানীয় Mental Deficiency কর্তৃপক্ষের এই কমিটি কেবলমাত্র ৫০ বা তার মন I-Q বিশিষ্ট শিশুদের স্থানীয় Mental deficiency কর্তৃপক্ষের নিকট পরামর্শের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। এই কমিটি ৫০ হতে ৭০ I-Q বিশিষ্ট শিশুদের সঙ্গে ৭০ হতে ৮০ I-Q বিশিষ্ট শিশুদের একই গোষ্ঠীতে নিয়ে এসে তাদের পিছিয়ে পড়া ও জড় বুদ্ধি সম্পন্ন (dull) বলে শ্রেণীভুক্ত করে। এই নতুন শ্রেণীর পিছিয়ে পড়া শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ে নয় সাধারণ বিদ্যালয়েই বিশেষ য- নিতে হবে।

এই রূপে পরবর্তীকালে সরকার অন্ধ ও বধির শিশুদের জন্য অনেক অনুসন্ধান করেছে। তারা এই উপসংহারে এসেছে আংশিক বধির ও আংশিক অন্ধ শিশুরা একেবারে বধিরও অন্ধশিশুদের অপেক্ষা অন্যপ্রকার ব্যবহার প্রয়োজন বোধ করে এবং এটি বিশেষ বিদ্যালয় অপেক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়েই ভালভাবে দেওয়া যেতে পারে। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৬) পর সরকার এই সুপারিশগুলো কার্যকরী করার জন্য কিছুই করে নি। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝিতে বার্মিংহাম শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বিশেষ বিদ্যালয়ের

পরিচালনায় child guidence clinic স্থাপন করে। প্রথমদিকে এরজন্য অর্থ ব্যক্তিগত দাম হাতে এলেও পরে কর্তৃপক্ষ Board of Education কে clinics-এর পরিচালনার ব্যয়ের অর্থ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ১৯৩৯ এর পর এই পরিকল্পনা এবং Clinics এর কাজ পারস্পরিক ঐক্যের অভাবে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশেষ সমস্যা জনিত লোকেদের জন্য জাতীয় নীতি এবং National Association for Retarded children (NARC) নামে মানসিক অক্ষম শিশুদের পিতা মাতাদের প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য Programme এর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেনে ১৯৫৯ সালে Mental Health Act পাশ হওয়ার পরে রুগ্ন ও প্রতিবন্ধী লোকেদের অধিকার রক্ষা করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল—মানসিক অক্ষম মহিলার সঙ্গে যৌনমিলন আইন বিরুদ্ধ। ১৯৮৩ সালের আইনে ''Mental Definiency'' কথাটি ''Mental Handicap''-এ পরিবর্তিত হল। এরপরে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষমদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সৃষ্টি হল এবং সেখানে ও সাধারণ বিদ্যালয়ের মত বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বারা পেশাগত ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

১৯৭০-এর দশকে আমেরিকা আবার Vocational Rehabilitation Act (PL-93-112) সংশোধন এবং Education for All handicapped children Act (Pl-94-142) পাশ করে। পরে আবার ১৯৯০ সালে Disabilities Education Act পাশ করে। এই আইনে প্রধান বিষয়যুক্ত হয়।

Language alteration means, child to individual handicap to disability, person first and disability next to be emphasised.

Every individual on student with disability (14-16 years) could demand on integrated education for transition to work.

Additional categories i.e., autism and traumatic brain injuries were included.

১৯৯০ সালের Disability Act অনুসারে আমেরিকাবাসিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য civil rights সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উপর জোর দেয়। পরে কর্মক্ষেত্রের বৃহৎ পরিধি বৈষম্য হীনতা অন্তর্ভূক্ত হয়। United Nations Organisations (UNO) ১৯৮১ সালকে ''International years of Disabled persons'' এবং পরে ১৯৮৩—৯২ কে ''United Decade of Disabled persons'' বলে ঘোষণা করলে এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাত্রা বেড়ে যায়। এর উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতিতে Disabled ব্যক্তিরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করে বসবাস করে। এই প্রকার সাম্যের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত হয় শিক্ষা স্বাধীনতা। Asian and pacific Decade of Disabled person (১৯৯৩—২০০২) ÷ অসমর্থ ব্যক্তিদের সমস্যা এবং তাদের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। তখন হতে নিউদিল্লী, বেজিং, এবং ব্যাককে বাধ্যমুক্ত আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে তিনটি pilot project গ্রহণ করা হয়।

১.৩.৩ ভারতের দৃশ্যপট (Indian Scenario)

অক্ষমদের শিক্ষার ক্রমোন্নতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতে এটি অতি প্রাচীনকাল থেকে ছিল এবং এর প্রকৃতি ছিল Social Darwinism-এর মধ্যে। প্রাচীন ভারতের ''Theory of karma'' এই ইঙ্গিত দেয়। অতীত জীবনের কর্মফলের জন্যে বর্তমান জীবনের অবস্থা। ঐ ভাবেই ব্যক্তির বর্তমান কাজ পরবর্তী

জীবন নির্দ্ধারণ করবে। এর অর্থ ভাল কাজ ভাল জীবন এবং মন্দ কাজ হীন জীবন দেবে। এর অর্থ হচ্ছে যে কর্ম অপেক্ষাকৃত ভাল জীবনের পথ সুগম করতে পারে। এইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আত্ম উপলিব্ধর বাস্তবায়নের জন্য 'আশ্রমে' আশ্রয় নিতেন এবং অক্ষমদের গ্রহণ করতেন যাতে তারা অতীত জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয়। তাদের তাঁরা ভাল কাজে নিযুক্ত করতেন যাতে তারা ভালকাজ করতে পারে।

১.৩.৩.১. প্রাচীন ভারতের দৃশ্যপট (Ancient Indian Scenario)

খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রামায়ণে প্রতিবন্ধীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাণী কৈকেয়ীর পরিচায়িকা মন্থরা নির্বোধ (Dull) ছিল। প্রায় খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে গর্ব উপনিষদ Garba Upnishad) উপদেশ দেয়, দুর্দ্দশাগ্রস্থ মাতাপিতা ত্রুটি যুক্ত সন্তানের জন্ম দেয়। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে ''Childish mind'' মডেল মানসিক ত্রুটির ব্যাখ্যা উপনিষদে আছে। খৃঃ পূঃ ১৮৫ হতে ৭১ অব্দে পতঞ্জলি ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগ থেরাপি (Yoga Therapy)-এর অন্তর্ভূক্ত করেন। মৌর্য্য যুগে কৌটিল্য অনেক অগ্রসর হয়ে পঙ্গু ব্যক্তিদের মৌখিক ও আচরণগত বিদ্রূপ বন্ধ করেন এবং পঙ্গুদের গুপ্তচরের কাজের জন্য নিয়োগ করেন। সম্রাট অশোক পঙ্গুদের জন্য হাসপাতাল ও আশ্রম স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ১ম অব্দে বিষ্ণুশর্মা, রাজা অমরশক্তির সভাসদ, "পঞ্চতন্ত্র" নামে বিশেষ শিক্ষার প্রথম বই লেখেন।

১.৩.৩.২ মধ্যযুগের ভারতে অগ্রগতি (Development in Medieval India)

রাষ্ট্রের য- ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের কৃষ্টি ও প্রথা রাষ্ট্রের য- ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের কৃষ্টি ও প্রথা মধ্যযুগের ভারতেও ছিল। তবে আরও কিছু লক্ষ্য করার মত অগ্রগতি আসে। অন্ধেরা চারণ হয়ে ভগবানের স্তুতি ও অর্চনার স্রোত্র গেয়ে বেড়াত। শূদ্ররা এই গুণের মূর্তরূপ। যিনি কৃষ্ণের ভজনা এবং কৃষ্ণভক্তি সংস্কৃতি প্রচার করেন তিনি এক অন্ধকবি ছিলেন।

অনুরূপে, এক মুসলমান অন্ধ হাফিজ হতে কোরান মুখস্থ বলতে পারতেন। মারাঠা ও পেশোয়ারা বধিরদের গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন এবং গোপন দলিলের অনুলিপি কর নিয়োগ করতেন। এটি কিছু নির্দিষ্ট লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের মনোভাবে এবং আচরণের পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। যার ফলে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দেশীয় পদ্ধতি রূপ লাভ করে।

১.৩.৩.৩ বর্তমানে ভারতে অগ্রগতি (Development in Modern India)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পৃথিবী ব্যাপী সমাজপরির্তনের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। ১৮২৯ সালে রাজা কালিশঙ্কর ঘোষাল উত্তর ভারতের বারাণসীতে এক আশ্রম উদ্বোধন করে, অন্ধদের জন্য বিশেষ শিক্ষা শুরু করেন।

১৮৪১ সালে চেন্নাই-এ মানসিক রোগগ্রস্তদের হতে পৃথক করে বোকাদের (idiots)-এর আশ্রম খোলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ অনেক প্রতিষ্ঠান এবং সমন্বয়ী বিদ্যালয় (Integrated School) প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বোম্বাই বর্তমানে মুম্বাই-এ ১৮৮৪ সালে Instititue for the deaf & mute প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করার মত। ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের আম্বালার অন্ধদের প্রথম Brail System

আসে। এটাই অন্ধদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়। এই ঘটনাবলী ভারতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ভারতে সূচনা। উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলার কার্শিয়াং-এ ১৯১৮ সালে মানসিক ও শারীরিক অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রথম বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সাধারণ বিদ্যালয়ে কোন প্রকার উপকৃত না হয়েই এখানে আসে। ১৯৩৪ সালে রাঁচিতে Pyscho medical retardation centre প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের সরকারী মানসিক হাসপাতালে (Governmental Mental Hospital Madras) মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ১৯৩৯ সালে এক বিদ্যালয় শুরু করে। এইরূপে বিস্ময়কর ভাবে ১৯৪৭ সালে বধির, অন্ধ এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪, ৩২, ও ৩-এর আসে। ১৯৫৪ সালে শ্রীনিবাসন বোম্বাই এর অন্ধেরীতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রথম বিশেষ শ্রেণীর কাজ শুরু করেন।

ভারতের সংবিধানের Article ৪৫ অনুসারে ৬ হতে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে মেয়েদের বাধ্যতামূলক সার্বিক শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েরা এই আওতায় আসে। পরবর্তীকালে Education Commission Report (1965-66) যতটা সম্ভব সাধারণ বিদ্যালয়ে অক্ষম শিশুদের দেবার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ ১৯৬৮- তে পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। কিন্তু এইসব সুপারিশ বিশেষ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সমন্বিত বিদ্যালয়ের কথা যেন পিছনে থেকে যায়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত টাকার অভাবের জন্য এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপর Ministry of social welfare হতে Ministry of Education-এর হাতে এই পরিকল্পনা চলে যায়।

Education Ministry-র কাজ প্রাথমিক ভাবে সীমাবদ্ধ শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের মধ্যে নিহিত থাকে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সাহায্য দান ছাড়া তাদের লক্ষ্য থাকে পাঠক্রম, শিক্ষাদানের উপকরণ ও সহায়ক যন্ত্রপাতির উপর। এটা স্বীকৃত সত্য যে অক্ষম লোকেদের যেকোন নাগরিকের মত একইরূপ অধিকার আছে। কিন্তু টিকে থাকার প্রয়োজনে উন্নতশীল দেশগুলি (তৃতীয় বিশ্বের) টাকার অভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। সেইজন্যেই যতটা সম্ভব অক্ষম শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসার দিকে জোর দেওয়া হল। এই উদ্দেশ্যে সার্বিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে একটা Model করা হয়েছে। মডেলটি নিম্নের বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে। সুতরাং এর উন্নতি শিক্ষার একটা অংশ হওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের সাহায্য করা উচিত।

২। সাধারণ বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সমন্বয় করে সাধারণ বিদ্যালয়ে অক্ষমদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে।

৩। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিসেবা বৃদ্ধি করে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৪। সাধারণ ও অক্ষম শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতার (responsiveness) উন্নতি করে শিক্ষার সমন্বয়ী করণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সুদৃঢ় করা হবে। এই সংবেদনশীলতার অংশ নেবে সাধারণ শিক্ষক এবং বিশেষভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক।

৫। শিক্ষকদের সহায়তা বিশেষ করে বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের।

৬। পরিসেবা এবং সম্পদের উন্নতি ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অঞ্চল পরিকল্পনা করা যেতে

পারে। এই অঞ্চল আবার অক্ষম ছাত্রদের সংখ্যা, পরিসেবা ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল।

এই সমস্ত সুপারিশের পাশাপাশি Federation for the welfare of the mentally Retarded (FW MR, India) ১৯৬৫ সালে জন্ম নেয়। লক্ষ্য উন্নতির প্রধান স্রোতে মানসিক অক্ষমদের আনার জন্যে বিভিন্ন প্রকার পরিসেবা দিতে সম্পদ সরবরাহ করা। এই ফেডারেশন ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জনগণের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করতে এবং সরকারী সুযোগ ও সাহায্য পেতে অসাধারণ কাজ করে। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য National Institute for the Mentally Handicapped স্থাপন করে। একই সময়ে সরকার Institute of visually Handicapped, Hearing Impaired and orthopaedically Handicapped. NCERT. ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ এবং College of Education কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে উন্নত করার অর্থ দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার Rehabilitation Council of India স্থাপন করে। এই Council প্রশিক্ষণ নীতি ও কর্মসূচী, বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার জন্য দায়বদ্ধ।

১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্বকালে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা National Policy on Education-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। এই NPE সুনির্দিষ্ট করে বলে যে প্রতিবন্ধী তালিকা ভুক্ত করতে হবে। লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরণ, নিরূপণ ও মূল্যায়ন (assessment) করার কথা বলা হয় যাতে তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। এই প্রসঙ্গে National Building code of India (১৯৮৩) এবং Bureau of India standard code (1987) on ''Building and Facilities for the Physically Handicapped যথেষ্ট পরামর্শ ও সাহায্য করেছেন। ১৯৮৭ সালে Behrul Islam কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কার্যের জন্য Persons with Disabilities Act, 1995 হয়। উল্লেখযোগ্য এই আইন প্রণয়ন অক্ষমদের চিত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। দেশে অক্ষমদের আইনজাত সুরক্ষা এবং মর্যাদা দেয় এই আইন।

এই আইন অক্ষমদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার বৈষম্য মূলক আচরণ দূর করে এবং সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে। এর মধ্যে ১৪টি অধ্যায় (Chapter) আছে।

এবং ৫ম অধ্যায়ে অক্ষমদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। এ অধ্যায়েই সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিতগুলি বাধ্যতামূলক ÷

- ১৮ বছর পর্যন্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষাদান।
- স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সংহতি উন্নীতকরণ।
- বৃত্তি শিক্ষাসহ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা বৃদ্ধি।
- প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রস্তুত যেমন—

□ যে সমস্ত শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার পর অক্ষম হওয়ার জন্য আরও অগ্রসর হতে পারে নি তাদের জন্য আংশিক সময়ের বিশেষ ক্লাসের পরিচালনা।

□ যথোপযুক্ত Orientation-এর পর গ্রহীতাকে প্রথা বর্হিভূত শিক্ষাদান (Imparting non-formal education after giving the recipients appropriate orientation)

- Open school এবং Open Universitites-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান।
- ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পারস্পরিক কার্যের মধ্যে দিয়ে ক্লাস ও আলোচনা পরিচালনা।
- নতুন সাহায্যকারী কৌশল এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ উন্নত করার জন্য গবেষণা।
- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

বিস্তৃত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিনা ব্যয়ে যাতায়াতের সুবিধা, বিশেষ ধরনের বই, বিদ্যালয় পোষাক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে।

এই উল্লেখযোগ্য আইনের দুবছর পর National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) ১৯৯৭ সালের জানুয়ারীতে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য শিক্ষা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আর্থিক সাহায্য দান। ২০০০ এবং ২০০১ সালে Social Justice and Empowerment মন্ত্রক ৬টি Composite Regional Centre স্থাপন করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জম্মু, লক্ষ্মৌ, ভূপাল এবং গুয়াহাটিতে এই CRC এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। তাদের লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

সেই জন্যেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা মনে হয় প্রমাণ করে ''Rome was not built in a day'' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় উন্নতি বিস্তার করেছে তাও দেখায়।

১.৪ এককের সারাংশ (Unit summary)

- বিস্তারিত বর্ণনার পর নিচের বিষয়গুলি দ্বারা সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে ÷
- উন্নতির জন্য জ্ঞান ব্যবহার করে নিপূণতা অর্জনই শিক্ষা। বিভিন্ন অসুবিধা, সমস্যা, বিশেষ প্রতিভাযুক্ত লোকের শিক্ষাকে বিশেষ শিক্ষা বলে।
- বিশেষ শিক্ষা উন্নতির ইতিহাসকে Institution Darwinism, Social Darwinism and Education Darwinism-এ শ্রেণী বিভক্ত করা যেতে পারে।
- অসমর্থদের প্রাচীনতম উল্লেখ এবং বিশেষ শিক্ষা ভারতে লক্ষ্য করা যায় খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু পাশ্চাত্যে খৃঃ পূঃ ১৯৫২ অব্দে উল্লেখ পাওয়া যায়।
- পতঞ্জলি তার সমর্থদের "যোগ"-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি পৌর পাঠক নামে এক নির্বোধকে শিক্ষা দেন।
- প্রথমে কৌটিল্য (খৃঃ পূঃ ৪র্থঃ অব্দে) অসমর্থ ব্যক্তিদের প্রতি অপমান জনক শব্দগুলি নিষিদ্ধ করেন। তিনি বহু অসমর্থ ব্যক্তিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন।
- ব্রিটেনের রাজা ২য় হেনরী প্রথম ব্যক্তি যিনি আইন প্রণয়ন করে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি হতে মানসিক অক্ষমদের পৃথক করেন।
- বিশেষ শিক্ষার ধারণা এবং বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পিত পরিসেবা ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আকার নিলেও Jean Marc-Gaspard Itard (১৮৭৭৮—১৮৩৮) মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দিতে সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণের প্রথম উদ্যোগী।

- ১৮৪১ সালে সুইজারল্যাণ্ডে মানসিক অক্ষমদের সর্বাঙ্গীণ শুশ্রূষা করার জন্য প্রথম আবাসিক, প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন Hohann Guggenbuhl (১৮১৬—১৮৬৩)। ১৮২৬ সালে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ করেন বর্তমান ভারতের বারাণসীতে কে এস. ঘোষাল।
- ভারতে অসমর্থ লোকেদের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান বোম্বাই-এ ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়। এটি মূক ও বধিরদের জন্যে। অন্ধদের জন্য Braile পদ্ধতি ১৮৮৬ সালে ভারতে আসে।
- Alfred Binet এর Intelligence Test ১৯০৭ সালে বের হয় এবং বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনে।
- ১৯৪৫ সালে শ্রীনিবাসন মুম্বাই-এর আন্ধেরীতে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ক্লাস শুরু করেন।
- ১৯৭০-এর দশকে Vocational Rehabiliation Act এবং Education for All Handicapped Children Act বিশেষ শিক্ষাকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।
- ১৯৯০ সালে Disability Act আমেরিকায় বলবৎ হয়। ভারতে Person with Disabilities (Equal opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act ১৯৯৫, উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়ন করে Social Justice & Empowerement মন্ত্রক সারা ভারতে ৬টি Composite Reginal Centres স্থাপনের পরিকল্পনা করে ২০০০—২০০১ এর মধ্যে। এর মধ্যে ৫টি কাজ করছে।

১.৫ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। ঐতিহাসিক এবং আইন প্রণয়ন বিষয়গুলি পাঠের প্রয়োজন কি?
২। অসমর্থ ও প্রতিবন্ধী শব্দ দুটি বুঝিয়ে বলতে হবে।
৩। Rehabilitation Council of India-এর অসমর্থ ব্যক্তিদের শিক্ষা বিষয়ে কার্য্য কি?

১.৬ বাড়ির কাজ (Asignment/Activity)

Persons with Disability (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, নিজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

১.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification.)

১.৭.১ আলোচনার বিষয় (Points for Dicussion)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

১.৭.২. ব্যাখ্যামূলক বিষয় (Points for Clarification)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

১.৮ উৎস (Reference)

1. Jones, K. (1972) A History at the Mental Helth Services, Rout ledge & Kegan pail, London.
2. Pritechard, D. G. 91963) Education 2 the handicaped 1760-1960, Rout bdge & Kegan panl, London.
3. Sutherland, G (1971) Elementary Education in the 19th century, Histocal Asociation pamphlet London.
4. The persons with Disabilities (Equal opportuenities) Protection of Rights And Full Participaried and Act, 1995 Published in The GAZZETTE OF INDIA dated 05.01.96.
5. Cutionha, R. (1977) Integrated Education : Retrospect and prospect, Vol,. (13), 24-34.
6. Patnaik, B. K. (2000) Belter Deal for Disabled, Vol 44 (3)
7. Swann, Wed, (1981) THe practice of special Education, Basil Black well London.
8. Tangira, N.K. (1986) Special Education Scenario in Britain and India : Issues, Parctice and perspective. The Acadence press, Haryana.
9. Shanley, E and Starrs, T. A. Ed (1993) Learning Disabilities ; A Handbook of cares, churchill living stone, London.

একক ২ ❑ অক্ষম শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এবং কার্যকরী কর্মসূচী ১৯৯২-এর সুপারিশ ও পরামর্শ (Recommendation/ Suggestion of the National Policy of Education (1986) and Pogramme of Action (1992) for the Disabled

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা

- ২.৩.১ শিক্ষার উপর জাতীয় নীতির তাৎপর্য
- ২.৩.২ পদ্ধতি রচনা
- ২.৩.৩ বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা
- ২.৩.৪ নজরদারী বা নিয়ন্ত্রণ (Monitoring)

২.৪ কর্মপরিকল্পনা (১৯৯২) (Programme of Action 1992)

- ২.৪.১ লক্ষ্য (Aims)
- ২.৪.২ শিশুদের শিক্ষার মূল্যায়ন।
- ২.৪.৩ শিশুদের জন্য সুবিধার মূল্যায়ন।
- ২.৪.৫ বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ।
- ২.৪.৬ অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ।
- ২.৪.৭ সমস্যাসমূহ (Thrust area)
- ২.৪.৮ শিক্ষার উপকরণের উন্নতি সাধন।
- ২.৪.৯ সম্পদ কক্ষ (Resource Room)
- ২.৪.১০ নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূরীকরণ।
- ২.৪.১১ প্রচলিত নিয়মকানুন শিথিল করার নির্দেশ (Regulations for relaxation of rules)
- ২.৪.১২ Pre-school এবং ECCE সুবিধা
- ২.৪.১৩ রাজ্য সরকারের অনুদান পদ্ধতি।
- ২.৪.১৪ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুদানের পদ্ধতি
- ২.৪.১৫ মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ

২.৫ এককের সংক্ষিপ্তসার

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.৭ বাড়ীর কাজ

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.৯ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

এই একক জাতীয় শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী সম্বন্ধে একটা ধারণা এবং এর প্রয়োগের জ্ঞান দেবে।

স্বাধীন ভারতে ১ম জাতীয় শিক্ষানীতি (First National Policy on Education (N.P.E.) ১৯৬৮ সালে আসে। কিন্তু এটা নিম্নমানের রচিত হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাবে কার্যকরী হয়নি। সেইজন্যে ১৯৮৫ তে এটাকে সমীকরণ করে সংস্কার করার জন্য গ্রহণ করা হয়। এবারে ভারত সরকার শিক্ষার উপর নতুন জাতীয় নীতি আনতে স্থির করে। জাতীয়স্তরে আলোচনার পর ১৯৮৬ সালে মে মাসে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়। শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (Aspects) নীতি নির্ধারণ করা হয় এখানে। তাদের মধ্যে একটা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা NPE-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য শারিরীক ও মানসিক অক্ষমদের সাধারণ জনগনের সঙ্গে সমান অংশীদার হিসাবে সমন্বিত করা এবং স্বাভাবিক করে তোলা যাতে তারা প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে।

২.২ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি ভালভাবে পড়ে নিম্নলিখিতগুলি বুঝতে পারা যাবে।

- N.P.E. 1986, এর মূল বক্তব্য ও পরিকল্পনা (Startegy)
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার কর্মসূচী।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বর্তমান শিক্ষার অবস্থা।

২.৩ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা (Education of the Disabled)

২.৩.১ জাতীয় শিক্ষানীতির বক্তব্যের তাৎপর্য (Implication of the N.P.E. statement)

সমন্বয়ী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি, ব্যাখ্যা করে যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা স্বাভাবিক শিশুদের মতই এক হবে। উপরন্তু এই নীতিতে সুপারিশ করা হয় যে এই সমস্ত প্রাক্ বিদ্যালয় শিশুদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত বৃত্তিমূলক প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য অসমর্থ শিশুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের অসমর্থতার প্রকৃতি নির্ণয় ও মূল্যায়ন করার পরিকল্পনা থাকবে। ঐ সমস্ত শিশুদের Early Childhood Care and Education (ECCE) অধীনে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। ECCE-এর পরিকল্পনাগুলি হল—

- শিশুর উন্নতির জন্য সমন্বিত পরিসেবা (ICDS)
- Early Childhood Education Centres এরজন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা
- সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের Balwadis এবং Day care centre পরিচালনা।
- রাজ্যসরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Pre primary বিদ্যালয় পরিচালনা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য Agency-র মাধ্যমে শিশু ও তার মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

২.৩.২ পদ্ধতি রচনা (Process formulation)

জাতীয় শিক্ষানীতি এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, স্বাস্থ্য পরিসেবা পুষ্টিমান, মায়ের য- এবং অসমর্থতা বোধ করতে কার্যকরী ব্যবহারে উন্নতি হলে অসমর্থ শিশুর সংখ্যাও হ্রাস করা যেতে পারে। ফলে এই প্রকার শিশুর সংখ্যা চরমে পৌঁছাবে না। অন্ততপক্ষে প্রতি ১৫০-২০০ শিশুর জন্য মোট ১০,০০০ বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে। বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা অতিশয় ব্যয়বহুল বলেই যে সমস্ত শিশুদের প্রয়োজন সাধারণ বিদ্যালয়ে পূরণ হবে না, কেবল তাদেরই ভর্ত্তি করা হবে। ধরে নেওয়া যাক, সাধারণ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত উন্নতি দিয়ে অসমর্থ শিশুদের প্রয়োজন পূরণ করা যাবে। তবে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা (Universalisation)। ৬-১১ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ১৯৯০ সালের এবং ৬-১১ বৎসর শিশুদের ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা করতে হবে।

যদিও সম্পদ, সুযোগ, সুবিধা এবং শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক পেতে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। যাইহোক সমবেত প্রচেষ্টায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এই সময়ের মধ্যে শিক্ষায় আনা যেতে পারে।

এই ধরনের শিশুদের তালিকাভুক্তি করণ ও সংরক্ষণ প্রতিবৎসর 20% হারে বাড়তে পারে নিম্নের পদ্ধতিতে ÷

- সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রশাসক ও শিক্ষক সমর্থনের জন্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা।
- এই শ্রেণীর শিশুদের ব্যবস্থাপনার জন্য চাকুরীকালে শিক্ষকদের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ।
- দূরসঞ্চারী শিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসকদের প্রশিক্ষার নবীকরণ।

  SCERT, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করে শিক্ষকের এইপ্রকার শিশুদের নিয়ে কার্যকলাপ তদারকির ব্যবস্থা করা।
- অক্ষমতা নির্ধারণ করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরিসেবার উন্নতিসাধন।
- যেখানে প্রয়োজন স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তার ব্যবস্থা করা।

এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয় যে কম করে তিনজনের একটি দলকে মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ের ১ জন করে ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটা Sub division পর্যায়ের প্রায় ৬০০০ Education officer কে প্রশিক্ষণ যুক্ত করবে। National Council of Education Research and Training (N.C.E.R.T.) কে শিক্ষক এবং প্রশাসকদের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বলিত পুস্তিকা রচনার দায়িত্ব দেওয়া যায়। শ্রমমন্ত্রক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে I.T.I গুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। একইভাবে কল্যাণমন্ত্রক ও স্বাস্থ্য বিভাগ কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোগান দেবে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নির্ণয় মূল্যায়ন করার পরিসেবা দান করবে। District Rehabilitation centres ও এ ব্যাপারে সহায়তা করবে।

১৯৮৬ সালে NPE উৎসাহদানের (Incentive) ব্যবস্থাসহ নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেছে।

- Aids ও Appliances ব্যবস্থা অঞ্চলে করা হবে।
- মাসিক ৫০ টাকা হারে যাতায়াতের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থঅ।

- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের যাদের অন্তত ১০ জন ছাত্র আছে তাদের রিক্সা ক্রয়ের টাকার ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ জনিত বাধা দূরীকরণ। এই বিদ্যালয়ে অন্তত ১০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকবে।
- বিনামূল্যে পাঠ্যবই, বিদ্যালয়ের পোষাক সরবরাহ যেমন তপশিলী জাতি ও উপজাতিকে দেওয়া হয়।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপস্থিতির জন্য উৎসাহ (incentives)
- বিদ্যালয়ে এই প্রকার শিশুদের প্রস্তুতির জন্য Early childhood for education-এর ব্যবস্থা।
- ৩ বছরের পরিবর্তে ৮-৯ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ব্যবস্থা। ভর্ত্তির নিম্নতম বয়স সীমা পরিবর্তনশীল হওয়া অত্যাবশ্যক।

নীতি অনুসারে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও শেখার সমস্যা সনাক্তকরণের জন্য যন্ত্রপাতি অনুপস্থিত। এগুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় উন্নত করতে হবে। প্রয়োনীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় যন্ত্রের ব্যবহারে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের পরামর্শ, 'NCERT'-র কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা উচিত। অল্পমাত্রার অক্ষম এবং যে সব মানুষ চলতে পারে না (Motor handicaps) সাধারণ বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

২.৩.৩ বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা (Education in special schools) বিশেষ বিদ্যালয়ে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (special schools and vocational training centres)

১৯৮৬ সালে NPE উপদেশ দিয়েছে যে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের বিশেষ বিদ্যালয় গড়ে তোলা ভাল। যুক্তি এই যে বিভিন্ন অসামর্থ্যযুক্ত শিশুরা একই অঞ্চলে থাকতে পারে। মাতা পিতারা দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের শিশুদের শিক্ষার জন্যে পাঠাতে পারবে না কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকলে সব ধরনের শিশুদের নিয়ে শিক্ষা দেওয়া, বৃত্তিমূলক শিক্ষক বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাক্ ও উত্তর কালের কাজের জন্য এবং নানারকম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। আরও বলা হয়, যদি কোনবিশেষ অঞ্চলে একই প্রকৃতির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা খুব বেশী হয় (যেমন ৬০-৭০) তাহলে ঐ অঞ্চলের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়া যেতে পারে।

প্রতিটি বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র থাকবে। এখানে কাজের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং অন্যান্য অত্যধিক মাত্রার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যদিও স্থানীয় কাজের লভ্যতার উপর জোর দেওয়া তথাপি RCI কে অনুরোধ করা হবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দিতে যাতে সারা দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কাজ পেতে পারে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকবে। ছেলেদের হোস্টেলে ৪০ জন এবং মেয়েদের হোস্টেলে ২০ জন থাকবে। হোস্টেলগুলো বিশেষ বিদ্যালয়ের এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রদের আনন্দ দেবে। বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন কেন্দ্রের পরিকল্পনা হওয়া উচিত রাজ্য পরিকাঠামো বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। শুরু করার জন্য সব মিলিয়ে অন্তত ৬০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকতে হবে।

বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি (Teachers of special Education and other professional) বিদ্যালয়সমূহের স্বচ্ছন্দ সাবলীল কাজের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু অনুসারে

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক ও কল্যাণমন্ত্রক Ministry of Welfare, UGC,NCERT এবং Regional colleges of Education, National Institutes of Handicaps এবং নির্ধারিত বিদ্যালয়ের Special Education Department মারফত এই কাজ করতে পারে। National Institutes তার আঞ্চলিক কেন্দ্রের মারফত Regional Colleges of Education চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। শিক্ষক ছাড়াও ৪০০ মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্ততপক্ষে ২ জন চিকিৎসক প্রতি জেলায় প্রয়োজন। তাদের কাজ হবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, সুপারিশ করা হয়। পরামর্শদাতাদের ৪-৬ সপ্তাহের চাকুরী অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়ন করতে পারে ও য- নিতে পারে। একইভাবে ২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পুনর্নবীকরণ ব্যবস্থা থাকবে। উপরন্তু অন্যান্য কর্মী যেমন Physio-therapist, Speech therapist ও অন্যান্য কাজের জন্য অন্তত ৪০০ জন প্রয়োজন। National Institutes and Regional colleges of Education অঞ্চল ভিত্তিতে ২ সপ্তাহের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষক পুনর্নবীকরণ (Reorientation) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum) :

অক্ষমতার জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সমস্যা আছে তা বিবেচনা করে এই সব বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম রূপান্তর করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ ছাত্রদের বিজ্ঞানের Practical class করার অসুবিধা, বধির শিশুদের একাধিক ভাষা শেখার পাঠক্রম খাপ খাইয়ে দিতে হবে। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন যাতে ঐ শিশুরা যা শিখতে পারে তা যেন তারা না হারায়।

বিশেষ শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। এজন্য সম্পদ কক্ষে শিক্ষার, যন্ত্রপাতির রূপান্তর, সুবিন্যস্ত করে রাখা এবং পরিবর্তন করা প্রয়োজন। Electronies বিভাগ, HRD মন্ত্রক, কল্যাণমন্ত্রক ঐ সব জিনিস প্রস্তুতের জন্য সহযোগিতা করতে পারে যাতে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শেখার সুযোগের উন্নতি ঘটে। যেমন বধিরদের জন্য সম্প্রচার লিপি সহ টি.ভি., ভি.ডি. ও ইত্যাদি।

Institutes of Handicap ও NCERT-র উচিত পাঠক্রমের উন্নতি বিধান করে Curriculum guide বই এবং শিক্ষকদের Handbook বিশেষ বিদ্যালয়ে দেওয়া।

পরীক্ষা (Examination)

১৯৮৬ এর NPE-এর উপদেশ, অতিশয় অসমর্থ সম্পন্ন শিশুদের পরীক্ষা ছোট ছোট নমনীয় হবে। শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন নির্দেশগ্রন্থ ও ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সহজে যেন এসব বিদ্যালয় পায়। NCERT এবং National Institutes-এর প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ লোক দিয়ে এইসব উপকরণ প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করা উচিত।

২.৩.৪ নজরদারী (Monitoring)

কল্যাণমন্ত্রক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক বিশেষ বিদ্যালয়ের এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতির উপর নিয়মিত নজর রাখবে। এই উদ্দেশ্যে একটা সমন্বিত সংবাদের ব্যবস্থা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের থাকবে। তাদের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত রিপোর্টে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে তথ্য থাকবে। কল্যাণমন্ত্রক বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে NCERT দ্বারা পরীক্ষক পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট থাকবে। এই মন্ত্রক

National Institute NCERT, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে মূল্যায়ন ও গুণগত দিক সম্বন্ধে আলোচনা পরিচালনা করবে।

২.৪ কার্য পরিকল্পনা (Programme of action 1992)

কার্য পরিচালনার অর্থ কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত। এর প্রয়োজন নীতির নির্দেশসমূহকে কার্যকরী করা। এটি একটি বড় কৌশল যাতে সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যায়। কার্যের প্রস্তুতিতে বাস্তবে পরিণত করার পথ সুগম করে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে POA 1992 তে স্বীকার করা হয়েছে যে তাদের শেখানোর সম্ভাব্য ভাল পথ হল তাদের বয়সী বন্ধুদের সঙ্গে সারাক্ষণ বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা। লক্ষ্য হল সাধারণ সমাজের সঙ্গে এইসব শিশুদের সমন্বিত করা। সবক্ষেত্রে সমান অংশীদার হিসাবে যাতে তারা নিজেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তৈরী করতে পারে। তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সম্মুখীন হতে সমর্থ করবে। কাজের পরিকল্পনার রূপরেখা নিম্ন নামে (Headings) করা যেতে পারে ÷

২.৪.১ লক্ষ্য (Aims)

POA (1992) লক্ষ্য রেখেছে সাধারণ বিদ্যালয়ে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দিতে, বিদ্যালয়ের প্রথায় তাদের ধরে রাখার সহজসাধ্য করে দিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী স্তর পর্যন্ত সুস্থভাবে যোগাযোগের নিপুণতা অর্জন করে নিজেদের সমন্বিত করতে।

২.৪.২. অসমর্থ শিশুদের শিক্ষাগত প্রয়োজনের মূল্যায়ন (Assessment of Educational needs of the Disabled children) :

তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনের মূল্যায়ন করতে তিনপ্রকারের দৃষ্টান্তের কথা বিবেচনা করা হয়েছে (Paradigm)। Psycho medical paradigm—এতে ব্যক্তি (micro) প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অসমর্থতার কারণ হিসাবে যেটার অভাব আছে এবং তার জন্য প্রতিবন্ধকতার রূপটি নির্ণয় করতে diagnostic testing এবং semi-clinical examination প্রয়োজন।

- Sociological paradigm — societal (macro) সমাজের উপর প্রতিফলিত করে। সমাজের প্রয়োজন ও বৈষম্য প্রকাশ করে এবং বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করার নির্দেশ দেয়।
- Organisational paradigm — Institutional (meso) level এ প্রকাশিত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালকের জন্য প্রয়োজন।

২.৪.৩. অক্ষম শিশুদের মূল্যায়ন (Assessment of the Disabled children)

একজন ডাক্তার একজন মনস্তত্ত্ববিদ ও একজন special educator নিয়ে তিনজনের Assessment team গঠিত। এই দল Administrative Cell-এর অধীনে কাজ করবে। রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষজ্ঞ নেওয়া হবে। একটা মূল্যায়নের ব্যয় ১৫০ টাকার বেশী হবে না। সমন্বয়ী পরিকল্পনায় (Integrated

programme) অনেককে পরীক্ষা করে যোগ্যকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই দলের সদস্যরা State Government-এর নিয়মানুসারে TA এবং DA পাবেন। মূল্যায়ন রিপোর্টটি শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য সর্বাঙ্গীন হবে। পর্যাপ্ত তথ্য দিতে হবে যাতে শিশু কি পারবে, কি পারবে না। রিপোর্টে বিশেষভাবে থাকবে একটি শিশু সরাসরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে কিনা। শিক্ষক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারবেন যদি প্রথাগত মূল্যায়ন অনেক সময় নেয়।

২.৪.৪ অসমর্থ শিশুদের জন্য সুযোগ সুবিধা (Facilities for disabled children) POA 1992 অনুসারে একজন অসমর্থ শিশুকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

- বই, কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসের প্রকৃত ব্যয় বাৎসরিক ৪০০ টাকা পর্যন্ত।
- বিদ্যালয় পোষাকের জন্য প্রকৃত ব্যয় বাৎসরিক ২০০ টাকা পর্যন্ত।
- যাতায়াত ভাতা মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত। যদি শিশু বিদ্যালয় হোস্টেলে থাকে তবে কোন ভাতা নয়।
- পাঠক ভাতা (Reader Allowance) অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিবন্ধী ও নিম্নক্ষমতা বিশিষ্ট মাসিক ৭৫০ টাকা এবং অন্ধ শিশুদের জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পর হতে।
- নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত মাত্রায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু মাসিক ৭৫টাকা Escort ভাতা।
- যন্ত্রের প্রকৃত ব্যয় মাসে ২০০০ টাকা ৫ বছরের জন্য।
- অতিরিক্ত অস্থি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কখনও কখনও অনিবার্য হয়ে ওঠে একজন পরিচারক রাখার। প্রতি ১০ জনে বিদ্যালয়ে একজন পরিচারক রাখা যেতে পারে। তাকে রাজ্য সরকারী Class IV কর্মচারীর মত বেতন (Scale of pay) দেওয়া যেতে পারে।
- অসমর্থ শিশু বিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে বিদ্যালয় হোস্টেলে থাকলে এবং সে যদি সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্র হয় তবে সে রাজ্য সরকারী নিয়ম অনুসারে হোস্টেলে থাকা ও খাওয়ার জন্য টাকা পাবে। যাদের অভিভাবকের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার বেশী নয় তারা থাকা ও খাওয়ার প্রকৃত খরচ মাসিক ২০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারে যদি হোস্টেলে থাকার জন্য কোন বৃত্তি না থাকে।
- অতিরিক্ত অস্থিসংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন মাসিক ৫০ টাকা হোস্টেলের যেকোন কর্মী পেতে পারে যদি সে তার নিজের কাজ করার পর অতিরিক্ত সহায়তার কাজ করে।

২.৪.৫. বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ :

বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত আদর্শগতভাবে ১÷৮ হওয়া উচিত। এই অনুপাত একই হবে মাতা পিতাকে পরামর্শ দেবার স্বাভাবিক ক্লাসে। শিক্ষকের নিম্নের যোগ্যতা থাকা উচিত ÷

- তাদের এক বছর Course-এর বিশেষ শিক্ষার প্রাথমিক যোগ্যতা থাকা উচিত কিংবা যেকোন শ্রেণীর অসমর্থ শিশুদের শিক্ষাদানের বিশেষ প্রশিক্ষণ, পরবর্তী যোগ্যতা, ব্যক্তি, স্নাতক এবং B. Ed (special education) কিংবা বিশেষ শিক্ষায় অন্য যেকোন পেশাগত প্রশিক্ষণ। যদি যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষ শিক্ষক না

পাওয়া যায় তবে অল্পদিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে এই শর্তে যে তাকে নিয়োগের ৩ বছরের মধ্যে Courseটা সম্পূর্ণ করতে হবে। Course সম্পূর্ণ হবার পর তাকে বিশেষ ভাতা দেওয়া যেতে পারে। একটিমাত্র অসামর্থ্যতা জন্য যদি পেশাগত যোগ্যতা একজন শিক্ষকের থাকে তবে তাকে উৎসাহিত করতে হবে অন্যান্য দিকের Course সম্পূর্ণ করতে। এতে গ্রামাঞ্চলে কার্য্যকারিতার উন্নতি ঘটবে।

সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকদের মূল বেতন কাঠামোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বরং, বিশেষ ধরনের কর্তব্যের জন্য এইসব শিক্ষকদের শহরাঞ্চলে মাসিক ১৫০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে special pay দেওয়া হবে।

২.৪.৬. অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ (Training of other staff)

NPE সফল প্রয়োগের জন্য প্রশাসক, বিদ্যালয়ের প্রধান, অন্যান্য শিক্ষক যারা বিশেষ শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত তাদের অল্পদিনের Orientation Course-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে NCERT। সরকার R.C.E (Regional College of Education) এবং DIET (District Institute of Education and Training for the Handicapped)-এর সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রধানদের ৩ দিনের এবং সাধারণ শিক্ষকদের জন্য ৫ দিনের Orientation Programme করতে পারে। এই প্রসঙ্গে Resourse Persons-এর সাম্মানিক TA. DA এবং Contingency খরচ যুক্ত থাকবে এই পরিকল্পনায়। তিনজনের জন্য গড়ব্যয় হবে ৪৫০০ টাকা এবং ৫ দিনের প্রোগ্রামের জন্য ৬,০০০ টাকা।

২.৪.৭. Thrust Areas

প্রধান Thrust area গুলো নিম্নরূপ ÷

- অসমর্থদের জন্য সমন্বিত শিক্ষার প্রজেক্ট (Project for Integrated Education for disabled (PIED)
- বিশেষ শ্রেণীর শিশুদের সমস্যা সমাধানের মোকাবিলা করতে উপায় বের করতে গবেষণা।
- সমন্বিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ manual প্রস্তুত।

সমাজের সহায়তা লাভের জন্য পরিকল্পনা

- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পাঠক্রম উপযুক্তকরণ।
- PIED প্রোগ্রাম অনুসারে Audio Visual উপকরণ প্রস্তুত।
- দৃষ্টি, শ্রবণ সমস্যা জড়িত ছাত্রদের সঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষককে কাজ করতে হয় তাদের Handbook ও Source Book-এর উন্নতিসাধন।
- মাতা পিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রোগ্রাম এবং সমাজের সঙ্গে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা।
- বেসরকারী সংস্থা যারা বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনা যেগুলোর লক্ষ্য বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা অসমর্থদের মূলস্রোতের সঙ্গে এনে সমন্বয় সাধন।

২.৪.৮. উপকরণের উন্নতিসাধন (Material development)

POA 1992 অসমর্থদের শিক্ষার প্রসঙ্গে নিম্নের উপকরণ উন্নতি ÷

- Functional Assessment Guide-এর উদ্দেশ্যে অক্ষম শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে পেশাগত কোন সহায়তা পাওয়া যাবে না সেখানে এই গাইড একমাত্র উপকরণ।
- দৃষ্টি সমস্যা জড়িত শিশুদের শিক্ষা— দৃষ্টিসমস্যা জড়িত শিশুদের বুঝতে এটি সাহায্য করে।
- বিজ্ঞান পাঠক্রমকে উপযোগী করার জন্য শিক্ষকের গাইড বই, অসমর্থ শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদানের উপকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ এবং পাঠক্রমের পরিবর্তন করে উপযুক্ত করা।
- Disabled-দের জন্য সৃজনমূলক শিল্পকাজ।
- Physical Education এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের খেলাধূলার প্রচলন।
- NCERT দ্বারা উন্নতিকরণ।
- শারীর শিক্ষার পাঠক্রম I–VIII পর্যন্ত।
- ভাষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের উপকরণ এবং পদ্ধতি মধ্যে সঙ্গতি বিধান।
- দুইটি Source Book শ্রবণ ও দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

২.৪.৯. Resource Room—সম্পদ কক্ষ :

POA-এর বিশেষ শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে সম্পদ কক্ষে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, শিক্ষার সহায়ক উপকরণ দেওয়া যেতে পারে। NCERT একটি গাইড বই তৈরী করছে। তাতে অক্ষম শিশুদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি থাকবে বলা আছে। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অসমর্থ শিশুদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। Resource room বিদ্যালয় কক্ষেই করা যাবে। ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কক্ষনির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য NGO/ বিশেষ বিদ্যালয়কে Resource কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.৪.১০. নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূরীকরণ (Removal of Architectural Barriers)

নির্মাণ সংক্রান্ত বাধা দূর করা প্রয়োজন কিংবা বর্তমানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে তার পরিবর্তন করা যাতে শারীরিক অক্ষম শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অনুদান পেতে পারে।

২.৪.১১. নিয়ম শিথিল করার নির্দেশ (Regulation for Relaxation of rules)

সরকারী ও অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়নকারী এজেন্সির ভর্তি, বয়স সীমা, পরীক্ষা, প্রমোশন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু নির্দেশ তৈরী করা উচিত যাতে অক্ষম শিশুরা শিক্ষা সহজে পেতে পারে। অক্ষম শিশুদের বাধাধরা

নিয়ম অপেক্ষা বয়স বেশী হলেও তাদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা ততদিন থাকা প্রয়োজন যতদিন সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য মাত্রা অর্জন না করা যায়।

২.৪.১২. প্রাক্ বিদ্যালয় এবং ECCE সুযোগ সুবিধা (Pre School and ECCE Facilities)

শিক্ষার জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রস্তুতি আরম্ভ হওয়া উচিত Elementary level হতে। কিন্তু যেখানে ICDS এবং ECCE-এর পরিকল্পনা আছে যেখানে হতেই Early childhood centres of education কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নগুলি পড়ে—

Integrated Child Development Services (ICDS).

- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সাহায্যদানের এবং Early childhood Education Centres পরিকল্পনার জন্য সাহায্য দান।
- সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত Balwadis এবং Day Care Centres.
- রাজ্যসরকার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত Pre-Primary বিদ্যালয়।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপকেন্দ্র এবং অন্যান্য এজেন্সীর মাধ্যমে মাতা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা।

২.৪.১৩. রাজ্যসরকারকে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure for grants to state Governments)

রাজ্যসরকারসমূহ/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকরা তাদের কর্মসূচী তৈরী করবেন, আর্থিক প্রয়োজন সম্বন্ধে মূল্যায়ন করবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব জমা দেবে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের শেষে। প্রস্তাবের সঙ্গে গতবছরের অনুদান ব্যবহারের প্রমাণপত্র জমা দেবে। সঙ্গে থাকবে গতবছরের কাজের বিবরণ। যথা—গত বৎসরে যে অঞ্চলে কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত সংবাদ, বিদ্যালয়ভিত্তিক অসমর্থ শিশুদের সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী পরিচালনা ইত্যাদি। প্রস্তাব মন্ত্রক কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে এবং ৫০% অনুদানের ১ম কিস্তিতে দেওয়া হবে। বাকী ৫০% পরে মঞ্জুর করা হবে। রাজ্য কিংবা U.T. প্রশাসনকে আগের অনুদানের অন্তঃত ৭৫% ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া হবে। কার্যে পরিণত করার রিপোর্ট এবং খরচের বিস্তারিত বিবরণ এর সঙ্গে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার অনুরোধ থাকবে।

২.৪.১৪. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি (Procedure for Grants to Voluntary Organisations)

যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনাতে কাজ করে তারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারী/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রকের মাধ্যমে আবেদন পাঠাবেন। তিন মাসের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, উপযুক্ততা, প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা এবং এসব প্রয়োগের ক্ষমতা সম্বন্ধে মতামত দেবে। এমনকি রাজ্য সরকার কারণসহ মন্তব্য দেবে যদি প্রস্তাব সুপারিশ না করে। আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার বিচারের মান ÷—

- তাদের সংস্থার যথাযথ সংবিধান থাকবে।

- সংবিধানে পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যাসহ পরিচালন কমিটির ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকবে।
- তাদের পরিকল্পনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সক্রিয়তা বিকশিত করতে হবে।
- জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের কারণে কারও বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হবে না।
- কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের কোন সংগঠনের লাভের জন্য দৌড়ানো উচিত নয়।
- কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থের বা অনুকূলে প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ করা উচিত নয়।
- সাম্প্রদায়িক অসংহতির জন্য ইন্ধন নয়।

২.৪.১৫. মূল্যায়ন এবং নজরদারী (Evaluation & Monitoring)

মূল্যায়ন এবং নজরদারী বিষয়ে রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীগুলিকে চিহ্নিত করবে তারা কোন অঞ্চলের কর্মসূচীর মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যায়নের খরচ ফেরত দেওয়া হবে। পরিকল্পনার শেষকালে কেন্দ্রীয় সরকার NCERT বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করতে পারে। কখন কখন ত্রৈমাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের Education Department কে দেওয়া যেতে পারে এবং তার সঙ্গে NCERT কে একপ্রস্থ রিপোর্ট।

২.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- National Policy on Education ১৯৮৬ সালের মে মাসে বের হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বর্ণনা আছে।
- এটি সমন্বয়ী শিক্ষার কথা বলে। যে সমস্ত শিশু চলাচলে অক্ষম এবং অন্যান্যরা যারা অল্পমাত্রার প্রতিবন্ধী অন্যদের সঙ্গে তারাও সাধারণ বা স্বাভাবিক।
- (হোস্টেলসহ বিশেষ বিদ্যালয়) অতিরিক্তভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য যতটা সম্ভব ও জেলা কেন্দ্র খোলা হবে।
- কাজের পরিকল্পনা (POA) নীতির নির্দেশ অনুসারে যেভাবে কাজ করা হবে তার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।
- কো অর্ডিনেটর প্রধানত অসমর্থ শিশুদের অগ্রগতির উপর মূল্যায়ন ও নজরদারী করবে।
- মূল্যায়ন রিপোর্ট বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য সর্বাঙ্গীন হবে।
- পরিকল্পনা সাবলীল চালনা ও কার্যকরী করার জন্য অসমর্থ শিশুদের এবং তাদের শিক্ষকদের বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।
- সুপারিশ করা হয়েছে বিশেষ শিক্ষকদের যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বিশেষ শিক্ষায় একবছরের Course সম্পূর্ণ, এটা প্রাথমিক। এর পরেই বিশেষ শিক্ষায় বি. এড. সহ স্নাতক।
- সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতন কাঠামোর কোন পার্থক্য থাকবে না।

- ব্লকে যে সমস্ত ICDS এবং ECCE চলছে সেখানে অসমর্থ শিশুদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই কর্মসূচীর মূল্যায়নের এবং নজরদারীর জন্য দায়বদ্ধ। কখনও কখনও অন্যান্য এজেন্সীদের এর জন্য যুক্ত করা যেতে পারে।

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। সমালোচনাসহ National Policy on Education 1986-এ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা মূল্যায়ন করতে হবে।

২। Programme of Action ব্যাখ্যা করুন এবং POA 1992 আলোচনা করুন।

২.৭ বাড়ির কাজ (Assignment/Activities)

''Education for the handicapped''-এর বিশেষ উল্লেখ করে ''National Policy on Education, 1986 আলোচনা করতে হবে।

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussions and clarification)

ইউনিটটি ভালভাবে পড়ে অন্য কোন বিষয়ে আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করুন।

২.৯ উৎস

1. National Policy on Education 1986, ''Published by the Ministry of Human Resource development, Government of India.
2. ''Education of children with special need'' published in the ''Deep calling'', April-July, 2000.
3. The NCERT : 1986-1999, published by National council of Educaional Research and Training, New Delhi.

একক ৩ ❑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের Integrated Education-এর জন্য কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা (আই.ই.ডি.) এবং রাজ্যস্তর এজেন্সি—ডি.পি.ই.পি. প্রোজেক্টের ভূমিকা : (Centraly Sponsored Scheme of Integrated Education for the disabled (IED) and the State level agencies DPEP Projects)

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

৩.১ সূচনা
৩.২ উদ্দেশ্য
৩.৩ (IEDC) আই. ই. ডি. সি. কি ? (Integrated education for the disabled children)
৩.৪ কার্যাবলী
  ৩.৪.১ কার্যকরণ পদ্ধতি
৩.৫ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সুযোগ সুবিধা
  ৩.৫.১ আর্থিক সহায়তা
  ৩.৫.২ মানব সহায়তা
  ৩.৫.৩ শিক্ষামূলক বা নির্দেশমূলক সহায়তা
  ৩.৫.৪ অনুদান পদ্ধতি
৩.৬ আই. ই. ডি. সি.-র কার্যকারিতা
  ৩.৬.১ আই. ই. ডি. সি.-র সুযোগ
৩.৭ রাজ্য এজেন্সিগুলির ভূমিকা
  ৩.৭.১ ডি.পি.ই.পি. (DPEP) District Primary Education Programme
  ৩.৭.২ পরিকল্পনার ভাগ বা প্রকার বা ধারা
  ৩.৭.৩ ডি.পি.ই.পি.-এর উদ্দেশ্য
  ৩.৭.৪ পরিকল্পনাটির কার্যক্ষমতা
৩.৮ সংক্ষিপ্তসার
৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন
৩.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন
৩.১১ উৎস

৩.১ সূচনা (Introduction)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল থেকে আমাদের দেশ শিক্ষাবিস্তারে এক অভূতপূর্ব সাক্ষ্য রেখেছে। প্রথমদিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ কম থাকলেও, পরবর্তীকালে ভারত সরকার সর্বজনের জন্য শিক্ষার

প্রয়োজন উপলব্ধি করার সময়, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়া উচিত তা উপলব্ধি করে। 1986 সালের (NPE) শিক্ষামূলক জাতীয় নীতিতে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়। 1986 সালের ন্যাশনাল পলিসিতে (Integrated education, Orientation এবং Pre service প্রশিক্ষণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধে, এবং এই সমস্ত কাজে অস্থায়ী সংস্থাকে উৎসাহিত করা—এগুলি উল্লেখ করা হয়। ন্যাশনাল পলিসিকে কার্যকরী করার জন্য গঠন করা হয় (POA) The Programme of Action. যেখানে বলা হয়— যে সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে উচ্ছুক বা সমর্থ তাদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত, এমনকি যারা প্রথম পর্যায়ে বিশেষ বিদ্যালয়ে কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় তাদেরকেও সমান সুযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার বা ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষামূলক গ্রোগ্রাম রয়েছে। সেগুলি হল—

১। আই.ই.ডি.সি.-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে Integrated Education-এর সুযোগ দেওয়া উচিত। এই পরিকল্পনাটি গঠিত হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দ্বারা। এটি রাজ্যস্তরে SCERT (State Council of Educational Research and Training) এবং বেসরকারী সংস্থা (NGO) -এর মাধ্যমে কার্যকরী করানো হচ্ছে।

২। চরমভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য Ministry of Social Justice and Empowerment-এর অধীনে বিশেষ বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে যা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি IEDC কি? Integrated education-এর পরিকল্পনা IEDC-এর সুযোগ সুবিধা এবং রাজ্যস্তরের এজেন্সিগুলির কার্যাবলী—

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট জানার পর আমরা বলতে সমর্থ হবো—

IEDC-এর অর্থ কি?

IEDC-এর কার্যাবলীর ব্যাখ্যা।

শিশুদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা।

রাজ্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুমোদিত অনুদান পদ্ধতির পার্থক্য।

রাজ্যস্তরের এজেন্সির ভূমিকা।

৩.৩ IEDC কি? (What is IEDC)

IEDC হল কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা। যার মূল অর্থ হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রদান। এটি ছাড়া বিশেষ বিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত শিশুর যোগাযোগ ক্ষমতা তৈরী হয়েছে এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীতে অভ্যস্ত তাদের জন্যও সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রদান।

এর মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলা।

৩.৪ কার্যাবলী (Functions)

রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ও স্বাধীন সংস্থা যাদের বিশেষ ও সাধারণ শিক্ষার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করানো হচ্ছে।

৩.৪.১ কার্যকারণ পদ্ধতি (Procedure for implementation)

27টি রাজ্য ও 5টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে IEDC কার্যকরীভাবে প্রচলিত আছে। যদি অন্য কোন রাজ্য IEDC কার্যকরী করতে চায় তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে হবে।

IEDC কর্যকরী করার আগে প্রশাসনিক সংগঠন তৈরী করতে হবে সেজন্য সেগুলি হল—

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সঠিক মূল্যায়ন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সংগঠনমূলক সুবিধে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ।
- প্রশিক্ষণযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্য কর্মচারী।
- নির্মাণ কাঠামোর বাধার দূরীকরণ।
- রির্সোস রুমের সুযোগ সুবিধের উন্নয়ন।
- শিক্ষামূলক সরঞ্জামের উন্নতি।
- রাজ্য সরকারকে এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদান-এর জন্য প্রভাবিত করা।

৩.৫ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ সুবিধা (Facilities for Disabled Children)

এদের সুযোগ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

৩.৫.১ আর্থিক সহায়তা (Financial assistance)

আর্থিক সহায়তার অর্থ হল অর্থ সহায়তা, যা বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ব্যয়িত অর্থ নিম্নরূপ ÷

- বছরে কমপক্ষে 400 টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয় বই ও অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য।
- ইউনিফর্মের জন্য কমপক্ষে 200 টাকা পর্যন্ত বছরে পাবে।
- এই পরিকল্পনার অধীনস্থ বিদ্যালয়ে Hostel-এ থাকে এইরকম শিক্ষার্থীদের মাসে 50 টাকা পর্যন্ত যাতায়াত খরচ দেওয়া হবে বিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে।
- দৃষ্টিহীনদের Reader-এর জন্য Class-V-এর পর থেকে 50 টাকা দেওয়া হবে।

- চরমভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহকারী ব্যক্তিদের জন্য মাসে 75 টাকা দেওয়া হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু শিক্ষার্থীদের সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য 2000 টাকা দেওয়া 5 বছরের জন্য।
- যে সমস্ত জায়গায় আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বৃত্তিমূলক রাজ্য পরিকল্পনা নেই এবং যাদের পিতামাতার রোজগার মাসিক 500 টাকার বেশী নয় তাদের থাকা খাওয়ার জন্য খুব বেশী হলে 200 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। এছাড়া বাড়ির কাছে কোন বিদ্যালয় নেই যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের তাদেরকেই একমাত্র বিদ্যালয় আবাসনে রাখা হয়।
- চরমভাবে অস্থি সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 20 জন শিশুর পেছনে 1 জন আয়া রাখা হয়।
- বিদ্যালয়ের আবাসনে যারা থাকে কেবলমাত্র তাদেরকেই থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া হয়।
- চরমভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের আবাসনে একজন করে আয়া রাখা হয় যাকে মাসে 50 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। তবে এই কাজ বিদ্যালয়-এর কোন কর্মচারী করতে চাইলে তাকে অনুদান দেওয়া হয়।

৩.৫.২. মানব সহায়তা (Manpower assistance)

এই সহায়তা বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তি কি কি সহায়তা প্রদান করতে পারে।

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির পর সেখানে একজন বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকার নিয়োগ করা উচিত।
- বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপাত হওয়া উচিত 1 : 8। সাধারণ বিদ্যালয়ে 8 জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য একজন বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রয়োজন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত মান (10+2) হওয়া উচিত। এছাড়া নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের জন্য একবছরের শিক্ষামূলক কোর্স করা উচিত।
- সেকেন্ডারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অবশ্যই স্নাতক হতে হবে এবং B.Ed. থাকতে হবে বিশেষ শিক্ষায়। এছাড়া যে কোন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
- বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে Regional college of Education, National Institute for the Handicapped-এর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, University এবং নির্বাচিত কিছু মহাবিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা বিভাগে।
- এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রশাসক, সংস্থার প্রধান, সাধারণ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য একটি Orientation কোর্স সংগঠন করা উচিত। এটি করতে পারে—NCERT রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এর ব্যয়ভার বহন করবে রাজ্যসরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন বিভাগ।

৩.৫.৩ শিক্ষামূলক সহায়তা (Intructional assistance)

এটি বিদ্যালয়ের দ্বারা প্রদান হয়ে থাকে।

- শিক্ষা সহায়ক বস্তুর উৎপাদন ও ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দান।

- দৃষ্টিহীন ও অন্যান্য শিশুদের পরিবর্তনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি।
- গঠন কাঠামোর বাধা দূর বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রবেশ সহজতর করা। এই উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয়ে 10 জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু রয়েছে সেই বিদ্যালয়কে অনুদান দেওয়া হয়।
- সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম শিশু সহায়ক বস্তু, অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে যুক্ত একটি রিসোর্স রুম থাকা দরকার সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে যেখানে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। যে বিদ্যালয়ে রিসোর্স রুম নেই সেই বিদ্যালয়ে রিসোর্স রুম গঠনের জন্য রাজ্যসরকার 40,000 টাকা অনুদান দিয়ে থাকে। রিসোর্স রুমে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত তার জন্য NCERT-এর একটি Hand Book রয়েছে।
- রাজ্য সরকারের উচিত নিয়মনীতির কিছুটা শিথিলতা প্রকাশ করা— ভর্তির ক্ষেত্রে, উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ও পরীক্ষাপদ্ধতি ক্ষেত্রে। এর প্রয়োজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশের জন্য।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বয়সের সীমা স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষার বয়সের তুলনায় (6 years) বেশী করা উচিত (8-9 yrs)।

৩.৫.৪ অনুদান পদ্ধতি (Procedure for grants)

রাজ্যপ্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (১) অনুদানের ব্যবহার, (২) স্টাফ, বর্তমান ও নতুন কার্যসূচী সম্বন্ধে তাদের প্রস্তাব জমা দিলে বৎসরের অনুমোদিত অনুদানের অর্ধেক (৫০%) টাকা প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে এবং বাকী টাকা পূর্বের কিস্তির ৭৫% ভাগ টাকা ব্যবহারের প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর হবে।

৩.৬ IEDC-এর কার্যকারিতা (Effectiveness of the IEDC)

রাজ্যগুলিকে 100% আর্থিক সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন মূল্যায়ন কক্ষ, সম্পদ কক্ষ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজ্যে এটি খুব কার্যকরী হয় নি। ১৯৮৭ সালে পরিকল্পনাটি সংশোধিত হয়। UNICEF আর্থিক সহায়তা NCERT Project Integrated Education for disabled (PIED) সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আনার জন্য কার্যকর করা হয়। NPE-এর পরিকাঠামো ও লক্ষ্যের মধ্যে IEDC কে শক্তিশালী করতে PIED পরিকল্পিত হয়। অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমদের ভালভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সফল অভিজ্ঞতার আলোকে IEDC ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়। বর্তমানে ২৭টি রাজ্যে ৩৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল IEDC কার্যকরী করা হচ্ছে। ২২,০০০ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৯৫,০০০-এর বেশী অক্ষম শিশু উপকৃত হচ্ছে। মহীশূর কানপুরে অক্ষমদের জন্য দুইটি (Polytechnic) পলিটেকনিক স্থাপিত হয়েছে।

৩.৬.১ IEDC-এর সুযোগ সুবিধে (Scope of IEDC)

নিম্নলিখিত প্রকৃতির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য IEDC দ্বারা অনুমোদিত শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা—

- অস্থিসংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
- মৃদু ও মধ্যম (Mild & Moderate) প্রকৃতির শ্রবণ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

- আংশিকভাবে দৃষ্টিহীন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
- মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু— শিক্ষার মান—
- বিভিন্ন অক্ষমতা যুক্ত শিশুরা (অন্ধত্ব এবং অস্থিবিকলাঙ্গতা, দৃষ্টিহীনতা এবং মৃদু শ্রবণ অক্ষম)
- শিখন অক্ষম শিশু।

৩.৭ রাজ্য এজেন্সীর (DPEP)-এর ভূমিকা (Role of State agencies DPEP)

IEDC কি এবং এর দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা জানব IEDC কে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য এজেন্সির কি ভূমিকা।

৩.৭.১ District Primary Education Programme (DPEP) জেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রোগ্রাম

পশ্চাৎপট : 1992 সালে শিক্ষাগত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড জাতীয় শিক্ষা নীতির পুনঃ সংশোধন ঘটায়। যাতে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিও তাদের পড়াশোনা ও ফলাফল-এর উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ।

1994 সালে DPEP নিয়ে আসা হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে। এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার —উন্নয়ন এবং তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ। এই প্রোগ্রাম বা কর্মসূচীর নতূন পদক্ষেপ হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সমন্বিতকরণ। সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন (U.N. Oganizations) আন্তর্জাতিক সংস্থা।

৩.৮ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে IEDC শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতকরা একশভাগ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় রাজ্য এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে। রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, সমীক্ষা, অসমর্থ শিশুদের মূল্যায়ন, Industrial material-এর ক্রয় ও উৎপাদন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষণ নবীকরণ এই সমস্ত কাজেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এটি 27টি রাজ্যে ও 5টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে কার্যকরী করা হয়েছে।

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progroess)

- IEDC পরিকল্পনা কিভাবে এসেছে?
- IEDC-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- রাজ্য সরকার একদা স্থির করে IEDC কে কার্যকরী করতে। একে কার্যকরী করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- অস্থিসংক্রান্ত অক্ষমদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধে আছে?
- অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কি কি সুযোগ সুবিধে আছে?
- IEDC কে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে DPEP কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

৩.১০ আলোচেনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion and Clarification)

এই বিভাগ জানার পর আপনি/আপনার ইচ্ছানুযায়ী কিছু বিষয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারেন।

৩.১০.১ আলোচনার বিষয়সমূহ (Points for discussion) :

৩.১০.২ ব্যাখ্যামূলক বিষয়সমূহ (Points for Clarification)

৩.১১ উৎস (References)

- Scheme of integrated education for the disabled children (revised 1987).
- Kundu C. L. (Ed) (2000) — Status of Disability in India 2000. Rehabilitation Council of India, New Delhi.
- Verma J (1996-97) Evaluation Study of the Training Programme for ICDS Function aries for Meeting Early Identification and Interventation for children with special needs. Department of education, NCERT.
- Azad Y, (1996)— Integration of Disabled in common Schools—A survey study of IEDC in the country. Department of Education NCERT.
- www. nic.in/rrtd.rrd-ib@hotmail.com.
- www. dpepmis.org/-2K
- http:/www.epw.org.in/36-7/sa2.htm.
- http://socialjustice.nic.in/disabled/in/htm.

একক ৪ ❑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয় (National Institutes and Schools for Children with Severe Handicap)

গঠন বিন্যাস (Sturcture)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

- ৪.৩.১ দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান, দেরাদুন (National Institutes for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradoon.
- ৪.৩.২ অস্থি অক্ষম শিশুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কলকাতা (NIOH).
- ৪.৩.৩ পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা (NIRTAR), ওলাতপুর, কটক।
- ৪.৩.৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিউদিল্লী (IPH)
- ৪.৩.৫ শ্রবণ অক্ষমদের জন্য আলি যবর জং জাতীয় প্রতিষ্ঠান, (AYJNIHH) মুম্বাই
- ৪.৩.৬ মানসিক অক্ষমদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIMH) সেকেন্দ্রবাদ

৪.৪ অক্ষম শিশুদের জন্য বিদ্যালয়

- ৪.৪.১ শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.২ দৃষ্টি অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.৩ মানসিক দিক হতে অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়
- ৪.৪.৪ অস্থি অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয়

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার

৪.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৪.৭ বাড়ীর কাজ

৪.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৪.৯ উৎস

৪.১ সূচনা (Introduction)

অসমর্থ ব্যক্তিদের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন করে ও আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তারপর শুরু হয় তাদের সমাজে সমন্বিত করে সমাজের মূলস্রোতে অংশ গ্রহণে সমর্থ করা।

১৯৮৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সরকার Ministry of Welfare গঠন করে এবং তার ৫ বিভাগের (Bureau) মধ্যে একটিতে অক্ষমদের কল্যাণের বিষয়টি থাকে। কেন্দ্র কল্যাণকর নীতি ও পরিকল্পনার জন্য দায়বদ্ধ এবং রাজ্য সরকারের কল্যাণকর পরিসেবার উন্নতিতে উপদেশ দেবে ও সহযোগিতা করবে।

Ministry of Social Justice and Empowerment অক্ষমদের সমস্ত কল্যাণকর কাজের জন্য প্রধান মন্ত্রক।

Equal opportunities protection of Rights and full participation Act ১৯৯৫ নামে সর্বব্যাপী এক আইন ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাশ ও বলবৎ হয়। পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষেধক ও উন্নতির বিষয়গুলি যেমন শিক্ষা, কর্মে নিয়োগ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, অক্ষমদের জন্য পুনর্বাসনের পরিসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা, সহায়তামূলক সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন বেকার ভাতা, অভিযোগ ও তার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলো এই আইনের অন্তর্ভূক্ত। এই আইন ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষমকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত করে।

এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তি ও দলগতভাবে মানসিক ও শারীরিক অক্ষমদের জন্য একগুচ্ছ কল্যাণকর পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের বহুমুখী সমস্যার মোকাবিলা করা এর উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্ষমতার (disabilities) প্রধান ক্ষেত্রগুলির জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

এই এককটি ভালভাবে পড়লে আমরা জানতে সমর্থ হবো—

- অক্ষমতা অনুসারে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের তালিকা
- অক্ষম ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, শিক্ষা, বৃত্তির ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয় তার ব্যাখ্যা।
- জনগণের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সম্প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অবদান কানে লাগানো।
- অসমর্থ ছাত্রদের উপযুক্ত কাজদানে (placement) পথপ্রদর্শন করতে প্রস্তুত হওয়া।

আমাদের জানা প্রয়োজন কোনগুলি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তারা অক্ষমদের কি প্রকার পরিসেবা দেয়। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও তার অবস্থান দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে।

৪.৩ ছটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে (National Institutes of Disabilities) সেগুলি হল :

- National Institute for the Visully Handicapped, (NIVH), Dehradoon.
- National Institute for Orthopaedically Handicapped, (NIOH), Calcutta.
- National Institute for Rehabitation Training and Research, (NIRTAR), Olatpur, Cuttack.
- National Institute for the Physically Handicapped, (IPH), New Delhi.

- Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH), Mumbai.
- National Institute for the Mentally Handicapped, (NIMH), Secunderabad.

এখন জানা যাক, কোন প্রতিষ্ঠান কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে যাতে শিক্ষক হিসাবে অক্ষম শিশুদের পরিচালিত করা যায়।

৪.৩.১ National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradoon.

১৯৭৯ সালে দেরাদুনে স্থাপিত হয় National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Social and Women's Welfare-এর অধীনে একটি রেজেস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে—

- গবেষণার উন্নতি বিধান।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ।
- জাতীয় স্তরের কিছু নির্দিষ্ট পরিসেবা দান।

প্রতিষ্ঠানটির নিম্নলিখিত বিভাগ আছে—

(১) বিদ্যালয় বিভাগ

(২) প্রশিক্ষণ বিভাগ

(৩) সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিভাগ (Aids and Appliances Division)

(৪) গবেষণা বিভাগ

(৫) পুস্তক বিভাগ

(৬) শিল্প সংক্রান্ত মনস্তত্ব বিভাগ

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে আছে— দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, সুরক্ষিত কর্মশালা (Sheltered workshop) একটি ব্রেইল প্রেস, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালনা এবং অন্ধতার বিভিন্ন দিকে গবেষণা পরিচালনা।

এই প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি এবং আংশিক দৃষ্টিহীনদের জন্য অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এটি সেকেন্ডারী পরীক্ষার জন্য দৃষ্টিহীন (blind)-দের তৈরীও করে। প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন হস্তশিল্প, ব্রেইল শর্টহ্যান্ড, সঙ্গীত, বই বাঁধানো, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

NIVH-এর চারটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র অছে এবং এখানে এক বছরের ডিপ্লোমা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্রীয় ব্রেইল প্রেস আছে এবং এখান হতে ব্রেইল পদ্ধতিতে হিন্দী ও ইংরাজী সাহিত্য প্রস্তুত হয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার জন্য UNICEF-এর অর্থে এখানে বই ছাপানো ও তৈরীর কাজ হয়। সারা দেশে দৃষ্টিহীন পাঠকদের বিনামূল্যে এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী বই বিতরণ করে।

এখানে এক কর্মশালাও আছে। এখান হতে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, ব্রেইল স্লেট, টেইলর ফ্রেম Plastic stylus দাবার বোর্ড, তাস, ভাঁজ করা ছড়ি, ব্রেইল স্কেল প্রভৃতি কম ব্যয়ে উৎপাদন হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে একটি সুরক্ষিত কর্মশালায় আছে গ্রামাঞ্চল উন্নয়ন, সদ্যদৃষ্টিহীনদের ব্যবস্থাপনা, গৃহ ব্যবস্থাপনা, পরামর্শদান এবং Orientation ও mobility পরিষেবার জন্য বিভিন্ন বিভাগ (Unit)।

NIVH দ্বারা পরিচালিত Course গুলি হল—

- অন্ধ বা দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।
- অন্ধদের চাকুরীরত শিক্ষিতদের জন্য Contact cum Correspondence course.
- দৃষ্টিহীনদের সেকেন্ডারী শিক্ষকদের শিক্ষণ Course
- Physiotherapy B. Sc. (Hons.)
- Occupational Therapy তে B. Sc. (Hons.)
- Orthotics এবং Prosthetics এ দুবছরের Diploma course.

৪.৩.২ Stryama Prasad Mukherjee National Institute for the Orthopaedic Handicap, (NIOH), Calcutta.

অস্থি সংক্রান্ত অক্ষম শিশুদের এবং অধিকমাত্রায় অস্থি সংক্রান্ত অক্ষম প্রাপ্ত বয়স্কদের যাদের চলাফেরা করার, পেশীচালনা ও ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের উন্নতির জন্য NIOH কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯৮০ সালের এপ্রিলে এটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে রেজিস্টার্ড হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের (OH) উন্নত পরিসেবা দেওয়ার জন্য মানবশক্তির উন্নয়ন—প্রধানত Physiotherapist, Orthopaedic ও Prosthetic টেকনিশিয়ান Occupational therapist, Employment এবং placement officer ও Vocational Councellor দের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে।
- Restarative Surgery সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে model পরিসেবার উন্নতি।
- অস্থি-সংক্রান্ত অক্ষমদের পরিসেবা ও বিশেষ পরিসেবার ব্যবস্থা।
- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের সামগ্রিক পুনর্বাসনের জন্য সর্বদিকে গবেষণা পরিচালনা তার পোষিত (sponsor) করণ।
- মনোপযোগী সহায়ক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণ।
- অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের ক্ষেত্রে শীর্ষ Documentation ও Information কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।
- রাজ্য সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় যারা অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত তাদের পরামর্শের পরিসেবা দান।

৪.৩.৩. Swami Vivekananda National Institute for Rehabilitation Training and Research (NIRTAR), Olatpur, Cuttack.

১৯৭৫ সালে যখন Artificial Limits Manufacturing Corporation of India স্থাপিত হয় তখন এই

প্রতিষ্ঠানটিরও জন্ম হয়। Ministry of Social Justice and Empowerment-এর অধীনে এটি ১৯৮৪ এর ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

NIRTAR-র উদ্দেশ্যগুলি হল—

- Doctor, Prosthetic, Orthotist, Prosthetic ও Orthotic Technicians, Pshychotherapist, Occupational therapists এবং এরূপ অন্যান্য কর্মী যারা শারীরিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য নিযুক্ত তাদের প্রশিক্ষণের জন্য পোষিত ও সহযোগিতা করা (Sponsor and cordinate)।
- শারীরিক অক্ষম (PH) শিক্ষা ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিকে উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য বা ভরতুকী দিয়ে আদর্শ সহায়ক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি।
- Bio-medical Engineering-এ গবেষণা, অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের চলাচলের সহায়ক যন্ত্রপাতির কার্যকরী মূল্যায়ন কিংবা উপযুক্ত Surgical ও Medical পদ্ধতি অথবা নতুন সহায়ক উপকরণের উন্নতিকল্পে গবেষণা পরিচালনা, পোষিত ও সহযোগিতা করা এবং ভরতুকী দেওয়া।
- পুনর্বাসনের জন্য model of survice delivery Programme এর উন্নতি।
- শারীরিক অক্ষমদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান (placement) এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।
- ভারতে ও ভারতের বাইরে সংবাদ প্রচার ব্যবস্থার উন্নতি।
- শারীরিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য অন্য যেকোন কার্য গ্রহণ।
- উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য সমস্ত আয়ের ব্যবহার।

একটি Regioanl Training Centre এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত NIRTAR কয়েকটি Course চালনা করে—Prosthetic/Orthotic Engineering এ Diploma.

- Physiotherapy তে Degree.
- Occupational Therapy তে Degree.
- Orthopaedic Surgeon, Physiotherapy Medicine Therapists in rehabilitation এর ক্ষেত্রে Short term course.
- মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের জন্য Orientation Course.

৪.৩.৪. The Institute for the Physically Handicapped, (IPH), New Delhi.

এটি একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং Societics of Registration Act, 1860-এ রেজেস্ট্রীকৃত। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য মানবশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের Ministry of Social Justice & Empowerment ১৯৭৬ সালে শীর্ষ পর্যায়ের এই প্রতিষ্ঠানটি করে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি—

- ৩ বছরের Physicotherapy/Occupational Course Therapy Course পরিচালনা।
- ২ বছরের Prosthetic/Orthotic Engineering Diploma Course পরিচালনা।
- ফেব্রিক কাজের জন্য বা Orthotic ও Prosthetic যন্ত্রপাতির জন্য কর্মশালা চালনা।

- Physiotheraphy, Occupational Therapy ও Speech Therapy Outpatient Department পরিচালনা।

৪.৩.৫. Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH), Mumbai.

১৯৮৩ সালে ভারত সকরার কর্তৃক স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান। প্রাক্তন গভর্নর, শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী স্বর্গীয় Ali YavarJung এর সম্মানে শ্রবণ অক্ষমদের প্রতি তাঁর আগ্রহের স্বীকৃতির জন্য ও তাঁর প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ঐরূপ নামকরণ। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটাই শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- শ্রবণ অক্ষমদের জন্য উচ্চ বিশেষজ্ঞ সম্পন্ন কর্মীদল তৈরী করতে এই প্রশিক্ষণ। মুম্বাই-এ B.Ed. (H.I.), দিল্লী ও পাটনা Regional Centre এ Hearing, Langauge and Speech এ Diploma Course পরিচালনা।
- পুনর্বাসনের পরিসেবা বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য সমাজকে কেন্দ্র করে গবেষণা পরিচালনা এবং তা শ্রবণ অক্ষমদের পৌঁছে দেওয়া। কিছু মডিউল এবং রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবনার জন্য গবেষণার দিকে লক্ষ্য রাখা যাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই সব ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারে।
- শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসার জন্য উপকরণ উন্নত করা।

Rehabilitation Council of India-র অধীনে নিউ দিল্লী, কলকাতা ও সেকেন্দ্রবাদ আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বালাকম, চেন্নাই, এলাহাবাদ ও বাঙ্গালোরে Diploma Course-র জন্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমদের জন্য সেকেন্দ্রাবাদে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে।

AYJNIHH শ্রবণ অক্ষমদের সর্বপ্রকার রোগ নিরূপণের, Therapy, শিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক পরিসেবাদান করে। এখানে এই সমস্ত পরিসেবা পাওয়া যায় ÷

(১) শ্রবণ সম্বন্ধে রোগ নিরূপণ বা নির্ণয় ও মূল্যায়ন।

(২) শিক্ষাগত মূল্যায়ন ও পরামর্শ।

(৩) Hearing aids ও moulds-এর নির্বাচন ও ফিটিং।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন।

(৫) Psychotherapy, Behaviour Therapy এবং Play Therapy.

(৬) Medical পরামর্শ।

(৭) Speech ও Language therapy

(৮) মাতা-পিতাদের পরামর্শদান ও পথপ্রদর্শন।

(৯) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান।

(১০) Refearl ও Follow-up.

(১১) পরিষেবার লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং তার সম্প্রসারণ।

(১২) শ্রবণে অক্ষম বিষয়ে প্রমাণ পত্র দান।

৪.৩.৬. National Institute for the Mentally Handicapped (NIHH) Secunderabad.

ভারত সরকারের Ministry of welfare-এর অধীনে ১৯৮৪ সালে NIMH প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগত ও গবেষণার জন্য এটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ—

- মানসিক অক্ষমদের জন্য ভারতীয় পরিবেশে য-দান ও পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত মডেল উদ্ভাবন।
- মানসিক অক্ষমদের পরিসেবা দেবার মানবশক্তি গঠন।
- মানসিক দিক হতে পিছিয়ে পড়াদের চিহ্নিতকরণ, তাদের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও সমন্বিতকরণ।
- মানসিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা কাজ করে তাদের পরামর্শের পরিসেবা দান এবং সহায়তা করা।
- মানসিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে documentation ও information কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।
- মানসিকভাবে অক্ষম হওয়ার কারণ, মাত্রা, আর্থ-সামাজিক বিষয় নিরূপণের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ।
- মানসিক দিক হতে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার গুণগত পরিসেবা বৃদ্ধিকে আরও উৎসাহিত করে সফল করা।

এই প্রতিষ্ঠানে সদরস্থানে ৬টি বিভাগ আছে— Medical Science, Psychology, Special education, Speech Pathology, informaion ও documentation service এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে।

মুম্বাই, কলকাতা এবং নিউদিল্লীতে তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের Pre-Service, Pre-service সেমিনার এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের কার্যসূচী চালনা করে। অন্যান্য Course গুলি হল—

(১) সেকেন্দ্রাবাদে ৩ বছরের Bachelor's Degree Course in Mental Retardation (BMR).

(২) Post Graduate Diploma

(৩) B. Ed. (Special Education) MR

এই প্রতিষ্ঠান ১০-১২টি স্বল্প সময়ের Course সংগঠন করে। তাদের কার্যক্ষেত্রগুলি অক্ষমদের সহনশীল (Portage) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ব্যবহার পরিবর্তন, মিডিয়া ওয়ার্কশপ নিয়ে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসর একটি National workshop করে থাকে যেখানে মানসিক অক্ষমদের কাজে নিযুক্ত পেশাদার ব্যক্তিরা বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারে এবং শিক্ষক-মাতাপিতা কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি বহু বিভাগীয় দল আছে যারা মানসিক অক্ষম ও তাদের মাতা-পিতাদের সাহায্য করতে পারে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের (referrals) উপদেশ এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়কে পরামর্শদান করা হয়।

এখানে Karvalambam Kendra নামে একটি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। ৩—১৬ বছরের ৮৫ জন মানসিক প্রতিবন্ধীদের ভর্ত্তি করা হয়। তাদের Pre-primary, Primary, Secondary ও Pre-Vocational বিভাগে

ভাগ করা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকেদের জন্য গ্রাম্য শিবিরের (rural camp) পরিচালনা করে। এদের কার্যাবলীগুলো—

(১) পরীক্ষা করে বিভিন্ন কেস উদঘাটন।

(২) ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন ও পরামর্শদান।

(৩) পিতা-মাতাদের প্রশিক্ষণ।

(৪) সচেতনতা সৃষ্টি।

(৫) উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের উপদেশ (Reference)

NCERT ও Institute of Education Technology-র সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্য্যসূচী নিয়মিতভাবে এক শনিবার অন্তর দূরদর্শনে School Training Programme-এর অংশ হিসাবে সম্প্রচার করে। এটি মানসিক অক্ষমদের পিতামাতাদের জন্য এবং গৃহে এই সমস্ত শিশুদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিত।

৪.৪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Handicapped Children)

কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (National Institutes) জ্ঞান শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার কারণ এই প্রতিষ্ঠান সর্বত্র পাওয়া যায় না। কাছাকাছি স্থানে বিদ্যালয় থাকলে সেখানে অসমর্থ শিশুকে অনতিবিলম্বে এবং নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযাগ লাভ করা যায়। বিদ্যালয় সমূহের তালিকা—

৪.৪.১. শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Hearing Handicapped)

১৯৮৪ সালে মুম্বাই-এ Mombay Institution for the deaf & mute সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়।

- Calcutta deaf and dumb school—১৮৯৩ সালে বধির শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হয়।
- Clarke School for the Deaf—শ্রবণ অক্ষম ও মানসিক অক্ষম (Mentally Challenged) শিশুদের শিক্ষা দেয়। এটি চেন্নাই-এ অবস্থিত।
- MGR Higher Secondary School and Home for the Speech and Hearing Impaired—চেন্নাই-এ অবস্থিত, মূক ও বধিরদের আশ্রয় দান করে।
- Nilam Patel Bahashrut Foundation—মুম্বাই এ শ্রবণে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষা দিয়ে স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের মূলস্রোতে আনা হয়।
- Vagdevi—ব্যাঙ্গালোরের গ্রামাঞ্চলের বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের রোগ নির্ণয় করে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং মূল্যায়ন করা হয়। (assessment, diagnosis and intervention).
- National Society for Equal Opportunities for the Handicapped (NASEOH)—মুম্বাইতে অবস্থিত। এই সংস্থা শ্রবণ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজ ও আমোদ প্রমোদের সুযোগ দেয়।

- Arpan—এটি বরোদায় বহু প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র। শ্রবণ ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
- Akshar Trust for Hearing Impaired—এটি বরোদায় শ্রবণ অক্ষম শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অতি শিশুদের জন্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে।
- AIAED—ভারত শ্রবণ অক্ষমদের শিক্ষার সুযোগের উন্নতি কমে এবং এই সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে। অশিক্ষিত বধির লোকেদের অবৈতনিক স্বাক্ষর জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করে।
- Nagpur Hearing Services—এটি শ্রবণ অক্ষম লোকেদের পুনর্বাসন পরিষেবা দেয়। সমস্ত প্রকার শ্রবণের জন্য যন্ত্রপাতি এবং শ্রবণ অক্ষমদের মূল্যায়ন ও তাদের জন্য ব্যবস্থাপনার পরিষেবা দেয়।
- Maharashtra Deaf Fellowship in India—ঔরঙ্গাবাদ। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় ও হোস্টেলের মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর আলোক সম্পাত করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য। মহারাষ্ট্রে বধিরদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান।
- EAR—Education, Audiology and Research Society—মুম্বাই-এ শ্রবণ-অক্ষমদের মূল্যায়ন করে ও শিক্ষা দেয়।
- Little Flower Cenlent Chennai.

৪.৪.২. দৃষ্টিহীন বা অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Visually Impaired/Blindness)

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় যুদ্ধ অন্ধদের জন্য প্রথম Saint Dunstan's Hostel দেরাদুনে স্থাপিত হয়।

- NAB (National Association for the Blind) মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়েছিল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য।
- Blind People's Association—আমেদাবাদে অন্ধ ও দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা ও পরিসেবা দেয়।
- Sri Ramkrishna Mission— কোয়েম্বাটোরে অন্ধ শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষা দান করে।
- Faith India— এনারকুলামে দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা ও অন্যান্য পরিসেবা দান করে।
- Blind Relief Association— দিল্লীতে দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।
- Sishu Raksha—ব্যাঙ্গালোরে শিশু কল্যাণের জন্য এটি কর্ণাটক রাজ্য কাউন্সিল।
- Kerala Federation of the Blind—এটি ব্রেইল পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড ও কমপিউটার প্রশিক্ষণ এবং ব্রেইল অনুলিপি উপকরণ (transcription aid), mobility ও Orientation প্রোগ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।
- Victoria Memorial School—মুম্বাই শহরে দৃষ্টি অক্ষমদের শিক্ষা দেওয়ার আবাসিক বিদ্যালয়।
- RakumSchool for the blind—দৃষ্টিহীনদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়। ব্রেইল পদ্ধতি লেখা ও পড়া শেখানো হয়। চলাফেরা, উপদেশ ও ঠিকমত পরামর্শ দেয়। ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত।

- Royal Common Wealth Society for the Blind—অন্ধত্ব বন্ধ ও প্রতিকার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। বিনা ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলে চোখের অপারেশনের জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করতে অর্থ সাহায্য করে। মুম্বাই-এ এটি অবস্থিত।
- Rotary Club of Chandigarh—দৃষ্টিহীনদের ব্রেইল দিয়ে সাহায্য করার চণ্ডিগড়ের একটি সংগঠন।

৪.৪.৩. মানিসক অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (School for the Mentally Handicapped)

১৯৪৪ সালে মুম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত মানসিক অক্ষমদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় Jai Vakeel School. এটি মানসিক অক্ষমদের জন্য গবেষণার কাজ করে এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়।

১৯৫৪ সালে All India Institute of Mental Health স্থাপিত হয়।

- মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১৯৬৪ সালে Kamayani School প্রতিষ্ঠিত হয়।
- Model School for Mentally Deficient —মানসিক অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষাগত, প্রাক্-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন পরিসেবা দেওয়া হয়। এটি নিউ দিল্লীতে অবস্থিত। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন হোস্টেল আছে।
- Arushi—মানসিক দিক থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও শিখনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। মুম্বাই-এ অবস্থিত।
- Karvalambam— সেকেন্দ্রাবাদে মানসিক অক্ষম শিক্ষা দেয়।
- Central Institute for Mentally retarded—এটি ত্রিবান্দ্রমে মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের পরিসেবা দেয়।
- Spandeen—বরোদায় মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দেয়।
- Mithra—ব্যাঙ্গালোরে মানসিক অক্ষমদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সংগঠন।
- Ashalaya Home for the welfare of the Mentally Retarded—ব্যাঙ্গালোরে এটি বৃত্তিমূলক শারীরিক ও প্রতিকারমূলক প্রশিক্ষণ দেয় মানসিক অক্ষম শিশুদের।
- Association for Mentally Retarded—ব্যাঙ্গালোরের 'প্রগতি' মানসিক অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়।
- St. Camilus Training Centre for Education of the Mentally Retarded— কেরালাতে মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Manjunath Social Welfare Association— বেলগাঁও-এ অবস্থিত একটি আবাসিক বিদ্যালয়। এটি শিক্ষা ও জীবনে বৃত্তিমূলক উপেদশ (Career guidance) দেয়।
- Cauossa Special School—মুম্বাই-এ মানসিক অক্ষম শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞানের শিক্ষা (Three R's) শিল্প, হাতের কাজ, শিক্ষা দেওয়া হয়।
- Dilkush Special School — নিজের য- নেওয়া, কর্মশালা ও Clinical পরিষেবা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মুম্বাই-এ অবস্থিত।

- SPJ Sadhana School— এটি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রাক্-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মুম্বাই-এ অবস্থিত এটি একটি সুরক্ষিত কর্মশালা আছে।
- Amar Jyoti—দিল্লীতে মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Enarkulam Women's Association— কোচিনে এই প্রতিষ্ঠান মানসিক অক্ষম ও বধিরদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়।
- Alphoms Social Centre—এটি এনারকুলামে মানসিক অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়।

৪.৪.৪. অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় (Schools for the Orthopaedically Handicapped)

অস্থি সংক্রান্ত অক্ষমদের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালে।

- The society of Rahabilitation of cripple Children-Mumbai—এটি একটি Orthopaedic হাসপাতাল চালনা করে এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও পোলিও-এর জন্য পরিসেবা দেয়।
- Cheshire homes Leonard Cheshire কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে ১৯টি এরূপ 'home' আছে।
- ১৯৫৫ সালে মুম্বাই-এ Fellowship of the Physically Handicapped স্থাপিত হয়। অস্থি অক্ষমদের কষ্ট লাঘবের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান।
- Spastic Society of India—১৯৭৮ সালে দিল্লীতে শুরু হয়েছিল এবং পরে মুম্বাই-এ। এই Society ব্যাঙ্গালোরে ছাত্রদের শিক্ষা, Speech therapy,occupational therapy ও Physio therapy দেয় এটি বর্তমানে National Resource Centre নামে পরিচিত।
- Society for the education of the crippled— মুম্বাই-এ। অস্থি অক্ষমদের জন্য শিক্ষা দেয়।
- Life Help Centre for the Handicapped in Adyar—মাদ্রাজে। অস্থি ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Educational Organisation of Tanali—শারীরিক দিক হতে অক্ষমদের শিক্ষা দেয়।
- Punarjanman : A special school— শারীরিক অক্ষমদের জন্য শিক্ষা দেয়। কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত।
- Amar Seva Sangam— তেরুনেলভেলা জেলায় এটি অবস্থিত। শারীরিকভাবে অক্ষমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণ দেয়।
- The J. S. S. Polytechnic for the physically Handicapped— কমপিউটার, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যশিল্প, এবং কর্মাশিয়াল প্র্যাকটিস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শারীরিক অক্ষম অথবা বধির ছাত্রদের শিক্ষা দেয়।
- Destitute Home for children with Physically Handicapped—মহীশূরে অবস্থিত। শারীরিক অক্ষম শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষা দেয়।
- Association of the Physically Handicapped— বেলগাঁও এ শারীরিক শিশুদের জন্য শিক্ষা দেয়।

- Dada Amar Rehabilitation Centre for Cerebral Palsy— মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত বিশিষ্ট শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন দেয়।
- Disa Education for the Disabled—Spastic রোগ বিশিষ্ট শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন দেওয়া হয়।
- Rotary club of Delhi—এটি শারীরিক অক্ষমদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর সঙ্গে জড়িত।
- Dr. Ambedkar Institute for Physically Handicapped—কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কোর্সে এবং কমার্সিয়াল প্র্যাকটিস সম্বন্ধে শারীরিক অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষা দেয়।
- Jyoti Charitable trust— চণ্ডিগড়ে সহায়ক উপকরণ (aids) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শারীরিক অক্ষম শিশুদের যোগান দেয়।
- Sanjeevan—পাটনায় শারীরিক ও মানসিক অক্ষমদের শিক্ষাদান করে।
- UDAAD for the Disablded—দিল্লীতে মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত বিশিষ্ট ও মানসিক অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন এবং প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সমন্বিত করার ব্যবস্থা করে।

৪.৫ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (National Institutes) কার্যাবলীতে এই বলে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে সমস্যা জড়িত কাজের ক্ষেত্রগুলি (Thrust Areas) হল মানবশক্তি উন্নয়ন, পুনর্বাসনের মডেল পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী, সকলের কাছে পরিসেবা পৌঁছানো, মানসিক ও দৃষ্টি অক্ষম, বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন। কাছাকাছি অঞ্চলে পরিসেবা পেতে বিদ্যালয়ের সহায়তা।

৪.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

- কিভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (National Institutes) প্রয়োজন হয়েছিল ?
- জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা কর এবং NIMH ও NIVH-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- কোনওভাবে কি NIRTAR ও NIOH পারস্পরিক জড়িত ?
- বিশেষ শিক্ষকের নিকট এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন ?
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যালয়ের জ্ঞান বিশেষ শিক্ষণকে কিভাবে উপকৃত করে ?

৪.৭ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion and Clarification)

এই এককটি ভালভাবে পড়ার পর কিছু বিষয়ের উপর আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৪.৭.১. আলোচনার বিষয়সমূহ (Points for discussion)

.....

.....

.....

৪.৭.২. ব্যাখ্যার বিষয়সমূহ (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

৪.৮ উৎস (References)

- Kundu C. L. (Ed) (2000) Status of Disability in India 2000, Rahabilitation Council of India, New Delhi.
- Deaf India Direcotry, Htm.
- Lycos India : Special Education Directory.
- Indian NGO's-Com. List of Insittution working in the field of disability.
- IND BAZAAR NGO. Indian Support Groups. htm.
- Ind Bazaar.com.Education of Physically Challenged, htm.
- http:/disabilities about, com/cs/education.